চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার মশলা
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 13 May 2019 ■ আগরতলা, ১৩ মে , ২০১৯ ইং ■ ২৯ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ
সবচেয়ে মজবুত
সবচেয়ে সস্তা
আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ
Wholesalers may contact CITIZEN UMBRELLA MANUFACTURER LTD.
Head Office : 147, Mahatma Gandhi Road, Kolkata-700 007, Ph. No. +91 033-2268-1396, +91 033-2271-2152,
Fax : +91 033-2271-2151, Website : www.citizenumbrella.com, E-mail : citizenkolkata@gmail.com

কমিশনের এলাহি আয়োজনেও অশান্ত পুণঃ নির্বাচন, ক্ষুব্ধ বিজেপি, ভোটাররা আতঙ্কে, দাবি সিপিএম ও কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ১৬৮টি বুথে রবিবার পুণঃ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। তবে এই পুণঃ নির্বাচন নিয়ে অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে শাসক ও বিরোধী দলগুলি। প্রতিটি দলেরই অভিযোগের তীর নির্বাচন কমিশনের দিকে। দলগুলি সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট হয়েছে বলে মানতে নারাজ। শাসক দল বিজেপি এই পুণঃ নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ মানতে নারাজ। অন্যদিকে, সিপিএম ও কংগ্রেসের অভিযোগ বুথের বাইরে আতঙ্কের পরিবেশ কায়েম ছিল।

এদিকে, আজ ১-পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ১৬৮টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পুনরায় ভোটগ্রহণ করা হয়। আজ বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৬৮টি ভোটকেন্দ্রে গড়ে ভোট পড়েছে ৭২.৩ শতাংশ। আজ সন্ধ্যায় রাজ্য নির্বাচন দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণীকান্তি। সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পি আর ভ-াচার্য এবং অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ইউ মগ উপস্থিত ছিলেন।

ভোটারদের হয়রানির গুজব ছড়িয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করা হয়েছে বলে সিপিএমের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। কাকড়াবন-শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তুতাবাড়ি ভোটকেন্দ্রে ভোটাররা ভোট দিতে যেতে পারছেন না, এ ধরনের এক গুজব ছড়িয়ে দেওয়ায় কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা ভোটকেন্দ্র সংলগ্ন একটি বাড়িতে ঢুকে সমস্ত রান্নার জিনিসপত্র ফেলে

১৬৮ বুথে পুণঃ নির্বাচনে গড়ে ভোট পড়েছে ৭২.৩ শতাংশ

তছনছ করে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, মহিলা-সহ বেশ কয়েকজনকে মারধরের অভিযোগও উঠেছে। বিজেপি-র মণ্ডল সভাপতি অভিষেক দেবরায় কেন্দ্রীয় আধা-সেনার মারে আহত হয়েছেন। বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি বিষয়টি বিশেষ পর্যবেক্ষক বিনোদ জুৎসির কাছে নালিশ জানিয়েছে। এদিকে, বাগমা এবং বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রে দুই কংগ্রেস কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

আজ ত্রিপুরা পশ্চিম আসনের ১৬৮ বুথে পুণঃ নির্বাচন হয়েছে। সকালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও বেলা যত গড়িয়েছে, ভোট-পরিস্থিতি ততই গরম হয়েছে। কাকড়াবন-শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে এমন খবর ছড়িয়ে দেওয়া হলে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেয়। অভিযোগ, তুতাবাড়ি বুথের পাশে একটি বাড়িতে ঢুকে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা ভাঙচুর করেছে। বিজেপি-র মণ্ডল সভাপতি অভিষেক দেবরায়ের অভিযোগ, স্থানীয় সিপিএম কর্মী শঙ্কর পুরকায়স্থের প্ররোচনায় কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। তাঁর দাবি, ভোটারদের বাধা দেওয়ার কোনও ঘটনা ঘটেনি, অথচ সিপিএমের ওই কর্মী মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে এলাকায় অস্থিরতা কায়েম করেছে। তাতে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা তুতাবাড়ি বুথ সংলগ্ন একটি বাড়িতে ঢুকে হামলা চালিয়েছে। মহিলা-সহ বেশ কয়েকজনকে মেরেছেও তারা।

এদিকে, খবর পেয়ে কাকড়াবন থানার ওসি নাড়ুগোপাল দাস এবং এসডিপিও হিমাদ্রীপ্রসাদ দাস ঘটনাস্থলে ছুটে যান। কাকড়াবন থানার ওসি জানিয়েছেন, ভোট প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে হয়েছে। সামান্য গণ্ডগোল হয়েছিল। কিন্তু, এখন তা মিটে গেছে। তবে, বিজেপি-র অভিযোগ, দলীয় কর্মীরা ভোট দিতে যেতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় বাহিনীই তাদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দিয়েছে। এ ঘটনায় বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ পর্যবেক্ষক বিনোদ জুৎসির কাছে নালিশ জানানো হয়েছে। বিজেপি-র প্রদেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দামছড়ায় চিকিৎসক ও কচুছড়ায় যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। দামছড়া প্রাথমিক হাসপাতালের এক চিকিৎসকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় এলাকা এবং সংশ্লিষ্ট মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা বিবরণে জানা গেছে, রবিবার সকালে নিজের ঘরে ডা. সন্দীপন রায় নামের ওই চিকিৎসকের গলায় ফাঁস জড়িয়ে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখেন হাসপাতালের কর্মাচারীরা। তাঁর খবর দেন পুলিশে। পুলিশ এসে প্রাথমিক তদন্ত করে ডা. সন্দীপন রায়ের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে পুলিশ এখনও নিশ্চিত নয়। তাই এ ব্যাপারে কোনও তথ্য দিতে পরেননি তদন্তকারী অফিসার। ঘটনাটি খুন না আত্মহত্যা, তা ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেলে পরিষ্কার হওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসার। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ডা. এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে, উত্তর কচুছড়ার একটি রাবার বাগানে দেবব্রত বিশ্বাস নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। জানা যায় কচুর ছড়া বাসিন্দা দেবব্রত বিশ্বাস গত ৬ দিন ধরে নিখোঁজ ছিল। এ নিয়ে কচুছড়া থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। রবিবার দুপুরে কয়েকজন লোক রাবার বাগানে লাকড়ি সংগ্রহ করতে গেলে একটি ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে ছুটে আসে দেবব্রত বিশ্বাসের পরিবারের লোকজন। তারা এসে চিহ্নিত করে নিখোঁজ দেবব্রত বিশ্বাস ঝুলন্ত অবস্থায়। তখন ঐ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তার পরিবারের লোকজন। কিন্তু কী কারণে আত্মহত্যা তা এখনো জানা যায়নি। পুলিশ এসে মৃতদেহটিকে ময়না তদন্তের জন্য কুলাই জেলা হাসপাতাল হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্তে নেমেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এটি কি নিছক একটি আত্মহত্যা নাকি খুনের ঘটনা এনিয়ে জোর আলোচনা চলছে। তবে পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তবে পরিবারের লোকজন আত্মহত্যার ঘটনা বলে মানতে নারাজ।

রবিবার পশ্চিম আসনের একটি বুথে পুণঃ নির্বাচনে ভোটারদের লাইন। ছবি নিজস্ব।

বাইপাসে দুস্কৃতিদের ছুরির আঘাতে গুরুতর গাড়ি চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। দিনদুপুরে খুনের চেষ্টা বাইপাস রুডে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গিয়েছে, বাইপাস রোডে রবিবার একটি গাড়িকে আটক করে। গাড়ি চালক সেন্টু দেবকে কয়েকজন যুবক নিজেদের এলাকার মাফিয়া বলে পরিচয় দেয় এবং তোলা আদায় করার চেষ্টা করে। এনিয়ে বাকবিতন্ডা হয়। একসময় দুস্কৃতিরা গাড়ি চালককে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। তার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দুস্কৃতিকারীরা পালিয়ে যায়। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে। তথ্য তল্লাসী করেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ষষ্ঠ দফায় দেশজুড়ে ভোট পড়ল ৫৯.৭০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি. স.) : শেষ হল সপ্তদশ সাধারণ নির্বাচনের ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণ পর্ব। রবিবার দেশের সাতটি রাজ্যের ৫৯টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এদিন ভোটগ্রহণ শেষে সন্ধে ছটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে মোটের ওপর ৫৯.৭০ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির খবর থাকলেও ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণ পর্বে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে এরাজ্যেই। সন্ধে ছটা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ভোট পড়েছে ৮০.১৩ শতাংশ।

ষষ্ঠ দফায় রবিবাসরীয় ভোটগ্রহণ পর্ব শেষে দেশ জুড়ে সন্ধে ছটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে মোটের ওপর ৫৯.৭০ শতাংশ। বিকেল তিনটে পর্যন্ত বিহারের আটটি আসনে ভোট পড়েছে ৫৫.০৪ শতাংশ, রাজধানী দিল্লির সাতটি আসনে ভোট পড়েছে ৫৫.৪৪ শতাংশ, ঝাড়খণ্ডের চারটি আসনে ভোট পড়েছে ৬৪.৪৬ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশের আটটি আসনে ভোট পড়েছে ৬০.১২ শতাংশ, হরিয়ানার দশটি আসনে ভোট পড়েছে ৬২.১৪ শতাংশ, উত্তর প্রদেশের ১৪টি আসনে ভোট পড়েছে ৫০.৮২ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গের আটটি আসনে ভোট পড়েছে ৮০.১৩ শতাংশ। বিচ্ছিন্ন অশান্তি ও রক্তপাত হলেও এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। উল্লেখ্য, উনিশের লোকসভা নির্বাচন এবার সাত দফায় সম্পন্ন হবে। ইতিমধ্যেই পাঁচ দফার ভোটগ্রহণ অতিক্রান্ত। লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনা এবং ফলাফল ঘোষণা হবে আগামী ২৩ মে।

ধর্মনগরে ছিনতাইবাজকে গণধোলাইয়ের পর পুলিশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন জায়গায় একটি অটো-রিক্সার মাধ্যমে এই ফাঁদ তৈরি করেছে ছিনতাইবাজের একটি দল। বিশেষ করে মহিলাদের সোনাদানা টাকাপয়সা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার ধর্মনগর শহরের পুরাতন মটর স্ট্যান্ডে ট্রাফিক পয়েন্টের সামনে পানিসাগর এলাকার একজন মহিলা কল্পনা দাস বাড়ি যাবার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন, ঠিক তখনই একটি অটো মহিলার সামনে আসে। কিন্তু গাড়িতে আর কোন যাত্রী না দেখে উনার ভয় হয় তাই তিনি প্রথমে যেতে রাজি হন নি, তখনই আরেকটি ছেলে পানি সাগর যাওয়ার উদ্দেশ্যে আসে, তখনই কল্পনা দাসের কিছু বিশ্বাস হয় তিনি গাড়িতে উঠেন। কিন্তু এই যাত্রী ছিল ছিনতাইবাজের একজন। অটো ধর্মনগর পুরাতন মটর স্ট্যান্ড থেকে পদ্মপুর এলাকায় গেলে সেই যাত্রী চলন্ত অটো থেকে নেমে যায় একটু পরে আবার অটোতে উঠে একটি মহিলার পার্স ব্যাগ নিয়ে। তখন ঐ ব্যাগ নিয়ে অটো চালক ও ছিনতাইবাজ যাত্রী ধীরে ধীরে কথা বলছিল। তখনই কল্পনা দাসের কিছুটা সম্বিত ফিরে তিনি জানতে চান কি আছে ঐ ব্যাগে তখন তারা প্রথমে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজছাত্রীকে কুপ্রস্তাব, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করায় বাড়ছে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১২ মে।। ভাড়াটিয়া কলেজ ছাত্রীদের কুপ্রস্তাব দিল এক সন্তানের বাবা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরে গোবিন্দপুর এলাকায় রীতিমতো ছিঃ ছিঃ রব পড়েছে। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মহিলা থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ অভিযোগ পেয়েও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের কোন উদ্যোগ নেয়নি। তাতে নিরাশ হয়ে ওই ঘটনার দুই যুবতী হতাশ হয়ে ভাড়া বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, কৈলাসহর ডিগ্রী কলেজ এবং আইটিআইয়ে পড়াশুনার জন্য দূর দুরান্ত থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী এখানে এসে ভাড়া বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করে। গোবিন্দপুরের অনিমষে রায়ের বাড়িতে বেশ কয়েকজন উপজাতি অংশের ছাত্রী ভাড়া থাকেন। ওই বাড়িতে শ্রীকান্ত দে নামে এক ব্যক্তি স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে ভাড়া থাকেন। বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীকান্ত দে ওই বাড়ির এক ভাড়াটিয়া ছাত্রীর ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয় এবং ওই যুবতীকে কুপ্রস্তাব দেয়। ওই ঘরে দুজন ছাত্রী থাকতো। তারা এই ঘটনায় লজ্জিত বোধ করে এবং তারা ভাড়াবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

জানা গিয়েছে, ওদিন শ্রীকান্ত দের স্ত্রী ও সন্তান বাড়িতে ছিলেন না। এই সুযোগে সে তার বদ্উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছিল। এই বিষয়ে ওই দুই যুবতী বাড়ির মালিককে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে বহু লক্ষ টাকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। রাজ্যের পৃথক পৃথক স্থানে বহু লক্ষ টাকার অবৈধ মদ এবং নিষিদ্ধ নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ এবং পুলিশ। বিএসএফ-এর ১২০ নম্বর ব্যাটালিয়নের জনসংযোগ আধিকারিক এক বিবৃতিতে রবিবার জানিয়েছেন, রায়েরমুড়া সীমান্ত আউটপোস্ট এলাকাধীন কাঁটাতারের বেড়ার কাছে ফুলতলি গ্রাম সংযোগী রাস্তায় এক বালককে হাতে ব্যাগ নিয়ে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাকে পাকড়াও করা হয়। তার ব্যাগে তালাশি চালিয়ে প্রায় চার লক্ষ টাকা মূল্যের ৮০০টি নিষিদ্ধ নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা বাজেয়াপ্ত করেন কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা। বিএসএফ কর্তৃপক্ষের জেরায় ধৃত ১৪ বছর বয়সি বালক তাকে পশ্চিম ত্রিপুরার আমতলি থানার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মতিনগর গ্রামের জনৈক মোরাদ হুসেন ভুইয়াঁর ছেলে সাহিল ভুইয়াঁ বলে পরিচয় দিয়েছে। তাকে আজ আমতলি থানার হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।অপরদিকে, পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে রাজধানী থেকে মদ উদ্ধার করেছে। বর্ডার গোলচক্কর এলাকার গৌতম সরকার নামে জনৈক বাসিন্দার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিলেতি মদ ও বিয়ার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এগুলি অবৈধভাবে মজুত করা হয়েছিল। বাজেয়াপ্তকৃত মদগুলির বাজারমূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা হবে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী। তবে পুলিশ মদের মালিক গৌতম সরকারকে আটক করতে পারেনি।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২১০ ▫ ১৩ মে ২০১৯ ইং ▫ ২৯ বৈশাখ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আশা নিরাশায় কংগ্রেস

রাজার নীতিকে রাজনীতি বলা হয়। এখন 'রাজনীতি' শব্দটাতেই যেন ঠিক রাজকীয় মর্যাদা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যুগ যুগ ধরিয়া বিশ্ব জুড়িয়া রাজার নীতি বা রাজন্য শাসন চলিয়া আসিয়াছে। গণতন্ত্রের জয়যাত্রা তো সেদিনই শুরু হইয়াছিল। দেশে দেশে বিপ্লব ও সংগ্রাম করিয়াছে প্রজারা। রাজতন্ত্র দীর্ঘ বছর বিশ্বময় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সেখানে রাজার নীতি, রাজার আদেশই ছিল শিরোধার্য্য। প্রজাদের মতামত রাজা গুরুত্ব দিতে বাধ্য থাকিতেন না। রাজতন্ত্র আসলে একনায়কতন্ত্র। রাজার বিরুদ্ধে বিপ্লব হইয়াছে দেশে দেশে। ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, চিনের বিপ্লবের ইতিহাস তো মুক্তিকামী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এই ভারতেও বিপ্লব হইয়াছে। ব্রিটিশরা ভারত ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। ভারত পাইয়াছে দ্বিখন্ডিত স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠা হয় প্রজাতন্ত্র। প্রজাদের শাসন। এই ত্রিপুরা ছিল করদ মিত্র রাজ্য। রাজা রাজত্ব চলাইতেন ব্রিটিশকে কর দিয়া। সোজা কথায় অধীনতামূলক মিত্রতা। স্বাধীন রাজ্য হইলেও ত্রিপুরার রাজা কতখানি স্বাধীন ছিলেন সেই প্রশ্ন আছে। স্বাধীনতার পর এই ত্রিপুরাকে নিয়া চলে টানাটানি। ত্রিপুরা পাকিস্তানে না ভারতে যোগ দিবে এই দ্বিধার মধ্যেই রিজেন্ট মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী ভারতে যোগ দিবার কথা ঘোষণা করেন। সেই সময় ভারত সরকারের সঙ্গে যেসব চুক্তি হইয়াছিল সবগুলিই যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হইতেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হইল রাজ আমলে রাজ আনুকূল্যে চালু মন্দির গুলির পরিচালনা রক্ষণা বেক্ষণ সরকারকে করিতে হইবে। সেই চুক্তি মোতাবেক মাতাবাড়ী, লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ী, দূর্গাবাড়ী ও অন্যান্য রাজ আনুরুল্যে পরিচালিত মন্দিরগুলি এখন সরকার পরিচালনা করিয়া যাইতেছে। কিন্তু, কিছু কিছু চুক্তি বাতিলও হইয়াছে। যেমন রাজন্য ভাতা। ইন্দিরা গান্ধী আইন করিয়া রাজন্য ভাতা বিলোপ করিয়া দিয়াছিলেন।

ত্রিপুরার মহারাজা কিরীট বিক্রম কিশোর দেববর্মন, মহারাণী বিভূকুমারী দেবী সরাসরি কংগ্রেস দলের টিকিটে লড়িয়াছেন। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরও কংগ্রেস দলের জন্য প্রাণপত করিতেছেন। তিনি ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হইয়াছেন। রাজ পরিবারের কেউ ইতিপূর্বে কংগ্রেসের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন নাই। প্রদ্যুৎ কিশোর রাজনীতিতে পোড় খাওয়া নেতা এমন বলিবার সুযোগ নাই। পুণঃভোটের আগের দিন অর্থাৎ শনিবার পিসিসি সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সরকারী বাসভবনে বৈঠক ঘিরিয়া রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো জোর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। উঠিয়াছে গুরুতর প্রশ্ন। বিরোধী দলের সভাপতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়া বৈঠক করিলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হইবার কথা নহে। তবু তাঁহার এই বৈঠক জনমনে সংশয় সন্দেহ দানা বাঁধিতে সহায়তা করিয়াছে বলিলে বোধহয় ভুল বলা হইবে না। কারণ সময়, যখন দুই দলের ভোট যুদ্ধ চলিতেছে তখন বিরোধী দলের প্রধান সেনাপতি তাঁহার প্রতিপক্ষ দলের প্রদেশ সুপ্রিমোর বাড়ীতে দুই ঘন্টা বৈঠক করিবার ঘটনাকে নিয়া জনমনে প্রশ্ন উঠিতেই পারে। ভোটের আগের দিন প্রদেশ সভাপতির এই বৈঠক কংগ্রেস দলকে সমুহ ক্ষতির মুখেই ঠেলিয়া দিল বলা যাইতে পারে।

রাজ প্রাসাদের বিদ্যুৎ বিল নিয়া নানা বিভ্রান্তির অবসানের জন্য রাজমাতার পত্র বাহক হিসাবে প্রদ্যুৎ কিশোর হাজির হইয়াছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সরকারী বাসভবনে। তিনি একদিন পরেও এই চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন। বিদ্যুৎ বিল সম্পর্কে যদি মার্জার চুক্তি থাকে তাহা হইলে রাজ পরিবারের এত বিচলিত হইবার কি আছে? মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া প্রদ্যুৎ কুমারকেই পত্র পৌঁছাইয়া দিতে হইবে এমন ঘটনাও তো বিস্ময়ই জাগাইতেছে। আসলে, পরিপক্কতার অভাব হইলেই নেতারা সখাদে ডুবিয়া মরেন। নেতাকে অনেক বুঝিয়া সুজিয়া পা ফেলিতে হয়। কংগ্রেস এমন একটি দল যে দলের তেমন কোনও সাংগঠনিক ভিত্তি নাই। সর্বক্ষণের কর্মী নাই। বিজেপির মতো ক্যাডার ভিত্তিক ও গভীর অনুশাসনে আবদ্ধ দলের বিরুদ্ধে কংগ্রেস লড়াই করিবে কোন্ শক্তিতে? সারা রাজ্যে তো কংগ্রেসের সংগঠন নাই বলিলেই চলে। এতকাল এই দলের যাহারা প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব পালনে ছিলেন তাহাদের বেশীর ভাগই আত্মস্বার্থে কাজ করিয়াছেন। দলকে ধুইয়া খাইয়াছেন। দলকে কিছুই দেন নাই। ত্রিপুরার কংগ্রেসের সংগঠন চুরমার। তাহা গড়িয়া তুলিবারও তেমন প্রয়াস নাই। এরাজ্যে কংগ্রেসের তো ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দারের মতো। হতাশায় নিমজ্জিত বিজেপি কর্মীদের অনেকেই কংগ্রেসে ফিরিয়া আসিতেছেন বলিয়া খবর। কিন্তু, শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পিসিসি সভাপতির বৈঠকের পরই কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে কি হতাশার ছায়া বিস্তৃত হইল না? আজকের কঠিন সময়ে কংগ্রেস দলের সেনাপতির ভূমিকা নিয়া উঠা প্রশ্ন দলের কর্মীদের মনোবলে আঘাত হানিতে পারে। কংগ্রেসের চরম দুর্দিনে আশার আলো জ্বলিয়াই যেন দপ করিয়া নিভিয়া গেল।

কাঁথিতে অস্বাভাবিক মৃত্যু তৃণমূলের কর্মীর, দুর্ঘটনা দাবি শুভেন্দুর

কাঁথি, ১২ মে (হি.স.): শনিবার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর ফেরেননি পূর্ব মেদিনীপুরের মারিশদা থানার কুকড়াওল গ্রামের বাসিন্দা সুধাকর মাইতি (৫৫)। গভীর রাতে বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে রাস্তার ওপরে উদ্ধার হয় এলাকায় তৃণমূলের কর্মী বলে পরিচিত ওই যুবকের দেহ। পরিবারের দাবি খুন করা হয়েছে তাঁকে উ যদিও তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা তথা রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "সুধাকর মাইতি মৃত্যু কোনও খুনের ঘটনা নয়। তিনি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন।" এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

রবিবার রাজ্যে ষষ্ঠ দফার লোকসভা নির্বাচন চলছে। আর এই নির্বাচনের আগের রাতেই পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে তৃণমূল কর্মী সুধাকর মাইতির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ওই ব্যক্তি তৃণমূলের কর্মী বলে দাবী পরিবারের। যদিও এক সময় তিনি সক্রিয় সিপিএম কর্মী ছিলেন। তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে দাবী পরিবারের। রাজনৈতিক কারনেই খুন হতে পারেন বলে ধারনা তাঁদের। তবে এখনও পর্যন্ত পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।মৃতের ছেলে সুজিত মাইতি জানান, তাঁর বাবার মাথার পেছনে ভারী কোনও বস্তু দিয়ে মারা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই আঘাতের কারনেই বাবার মৃত্যু বলে দাবী তাঁর। তবে কি কারনে এমন ঘটনা, এর পেছনে কারও হাত থাকতে পারে কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। খবর পেয়ে মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।সুজিত জানিয়েছে, তাঁর কাকু অসুস্থ অবস্থায় কাঁথি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁকে দেখতেই গতকাল রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সুধাকর মাইতি। কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত তিনি বাড়ি ফিরে না আসায় তাঁকে খুঁজতে বের হন পরিবারের লোকেরা। তাঁরাই রাস্তার পাশ থেকে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।এদিকে, রবিবার সকালে নিজের ভোট দিতে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এই তৃনমূল নেতা। আর তখনই সুধাকর মাইতি খুনের ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি এই গোটা ঘটনাকে একটি দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "সুধাকর মাইতি মৃত্যু কোনো খুনের ঘটনা নয়। তিনি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন।" আর নিহত তৃনমূল কর্মী সুধাকর মাইতির পরিবার যখন এই ঘটনায় খুনের তত্ত্বকে খাড়া করছেন, ঠিক তখনই জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতা তথা মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সুধাকর মাইতি মৃত্যুর ঘটনাকে "দুর্ঘটনা" বলে অভিহিত করায় তা এক অন্য মোড় নিল বলেই মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের হাতে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ আসেনি। তবে মৃতদেহের ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরেই গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

ত্রিশঙ্কু লোকসভা হলে বাড়বে অস্থিরতা

অচিন রায়

পঁচিশে বৈশাখের রবীন্দ্রপার্বণ নিদাঘতপ্ত দিনে নাটগানের পালায় বেশ জমে উঠেছিল। তবে তার মধ্যে বেশি করে মনে পড়ছিল, কবির বৈশাখী প্রশ্নটি-কারে দাও ডাক, হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ। তার একটা উত্তর যেন কলরব মুখরিত ভোটপর্বের ভৈরবী রূপে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আসলে রুদ্র বৈশাখ এবারে যেন ডাক দিচ্ছে ভোটারকে গণতান্ত্রিক অধিকারকে সমুচ্চ রাখতে নিজের ভোট নিজে দিতে। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, তোমার ভোটদানকে নিশ্চিত করার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ফৌজি বাহিনী চারিদিকে দৌঁড়ে বেড়াচ্ছে। বিয়ের যেমন বর, তেমনি এই ভোটের সময় ভোটারদের কদর। দীন ভিখারি কিংবা দিন আনি দিন খাই সম্প্রদায়ের দুয়ারে ভোটভিক্ষু কোটি কোটিপতি কিংবা নক্ষত্রলোকের তারারা আজ সবার সঙ্গে রঙ মেলাতে অস্থির। কেননা এই ভোট জেতার মধ্যেই আছে কোটিপতি হওয়ার রহস্য। এবং এই ভোটে জিততে হলে সুকৌশলে একটি লোক ভোলানো মায়াজালের বিস্তার ঘটাতে হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের যখন জয় নির্ধারিত হয় তখন মায়াজালটিরও লক্ষ্য হয় কত বেশি পরিমাণ ভোটারকে সেই জালের স্বপ্নে বিভোর করা যায়। ভারতে যখন ভোটারদের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যাই বেশি তখন দরিদ্রদের পরিত্রাণের কোনও ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিলেই ভোটের বাজারে খায় ভালো।

তবে তার মধ্যে আবার একটি কূটতর্কের উদয় হয়েছে। একপক্ষ বলছেন---দরিদ্রদের মধ্যে সিংহভাগ কৃষক দীনদরিদ্রের মধ্যে ঋণজনি আত্মহত্যা বেশি। অন্য দীনদরিদ্রের মধ্যে যেহেতু আত্মহত্যার খবর পাওয়া যায় না, সুতরাং শুধু একটি জমপেশ কৃষক কল্যাণ খয়রাতি প্রকল্প করলেই কেল্লা ফতে। অন্য দল বলেছেন, সে কি কথা, যে দরিদ্ররা আত্মহত্যা করতে পারে না, তারা কি ভোটার নয়। সুতরাং এমন একটি ন্যায়প্রকল্প করতে হবে যার মধ্যে কৃষক অকৃষক নির্বিশেষে সকলেই সরকার বাহাদুরের অর্থে জীবন নির্বাহ করবে। তার জন্যে জীবিকা, অর্জনের কোনও প্রয়োজন হবে না। একেবারে যাকে বলে বিনিপয়সার ভোজ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যঙ্গকৌতুকে এরকমই একটি বিনি পয়সার ভোজ এর উল্লেখ করেছেন। যদি জোটেরোজ এমন বিনি পয়সার ভোজ।............ পরের তহবিল চোকায় উইলসনের বিল........ মনের সুখ হাস্যমুখে কে কার রাখে খোঁজ। তখনকার উইলসন চিল আজরে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল। এই ন্যায় প্রকল্পে যে বিনি পয়সার ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার বিল অবশ্য চোকাবে সরকার ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার বিল অবশ্য চোকাবে সরকার। বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায় এমন একটি সরকারি প্রকল্প করতে পারলেই সমস্যার সমাধান। অন্ত সরকার করুক আর না করুক, এক সময় চিটফান্ডে বিপুল লাবের আশ্বাসে যেমন দলে দলে লোক মেতে উঠেছিল, তেমনি এই অভিন প্রকল্পের আশ্বাসেই বোধ হয় ভোটের কেল্লা ফতে হত বাধ্য। যেমন কৃষিঋণ মকুবের আশ্বাসে বেশ ভালো ফায়দা তোলা গেছে। ক্যাশ ফর ভোট বা কাইন্ড ফর ভোটে আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু সরাসরি ক্যাশ ট্রান্সফারের মতো মহান ন্যায়প্রকল্পে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। একবার যদি এটা চালু করতে পারা যায় তাহলে রাজস্থানের নয়া মুখ্যমন্ত্রী যেমন শিক্ষিত বেকারদের জন্যে একটি কর্মহীন অনুদান প্রকল্প কয়েছেন সেটিও সারাদেশের চালু করারই বা বাধা কোথায়। আমাদের রাজ্যে বামপন্থীরা বিরোধী অবস্থানে একটি মহান বেকারভাতার চালু করার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু সরকারে আসার পর কিছুদিন ব্যাডারভাতা দেওয়ার পর সেটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

কারণ সেই ভাঁড়ে মা ভবানী। বামফ্রন্টের পার্মানেন্ট অর্থমন্ত্রী বছরের পর বছর জিরো ডেফিসিট বাজেটের ভেল্কি দেখালেও বেকারভাতা দেওয়ার ভেল্কি দেখাতে পারেননি। কেননা বিত্ত খরচ করার আগে সেটা অর্জন করতে হয়। না হলে দেউলিয়া হওয়ার সোজা রাস্তা দেখতে হয়। আমরা প্রবাসী পোঙ্গা পণ্ডিত কিংবা স্বদেশ বিদ্যেবোঝাই বাবুমশায়ের মতো কোনও কিছুই এমন জলবত তরলং না বুঝলেও মেটা বুদ্ধিতে একটা জিনিস বুঝতে পারি, যে কোনও অর্থনীতিক কাজকর্মের বিচার হয় জিডিপির অর্থ হলো গ্রস জোমেস্টিক প্রোডাক্ট এবং গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্ট জিনিসটা তো আসমান থেকে আসে না, সেটা প্রেডিউস করতে হয়। ধুশু প্রোডিউস করলেই হয় না, সেই প্রোডাক্টকে কৌশলী উপায়ে মার্কেটিং করতে হয়। সুতরাম সোজা কথায় বিত্ত উপার্জনের মূলে আছে উৎপাদন সংক্ষরণষ বিপণন দেশে এবং রপ্তানি বিদেশে। সেই চার সদাগরের আমল থেকে সিল্ক রুট দিয়ে বহির্বাণিজ্য, আরব বণিক থেকে ইউরোপীয় বণিক ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একইভাবে সৎ ও অসদুপায়ে পাণিজ্য করে ধনোপার্জন করেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এসময়ে সবচেয়ে বড়ো ব্যবসা ছিল আফিং ও নীল এবং তারপরে বাংলায় যে পঞ্চাশের মন্বন্তর, তার মূলে ছিল সরকারি ষড়যন্ত্রে ধানকে সম্পূর্ণভাবে সরকারের কুক্ষিগত করা। সুতরাং মানুষের বাঁচার প্রাথমিক প্রয়োজন যেমন কৃষিজাত খাদ্য আবার কৃষিজ উদ্বৃত্ত রপ্তানি করে হয় বাণিজ্য।

সুতরাং আমাদের সমস্ত প্রকল্পের প্রাথমিক কথা হওয়া উচিত উৎপাদন। স্বাধীনতার পর কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে বামপন্থী বুজরুকিতে প্রথম চল্লিশ বছরে আমাদের অর্থনীতিক বৃদ্ধির হার ছিল শম্বুকগতির শতকরা তিনভাগের আশেপাশে। সেই কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে লাইসেন্স পারমিট রাজের অবসানের পরেই, অর্থনৈতিক উদারীকরণের গেমচেঞ্জারের ফলে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী। সুতরাং আমাদের যা কিছু প্রকল্প বা উদ্যোগের লক্ষ্য হওয়া উচিত, অর্থনৈতিক প্রগতি। তার ভিত্তি হলো উৎপাদন এবং উৎপাদনের মূলে আছে শ্রম।

একদিন সোভিয়েত রাশিয়ার যে সমৃদ্ধি হয়েছিল তার মূলে ছিল (Forecd Labour) আজ চিনের যে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডের সাম্রজ্যবাদী তড়পানি তারও মূলে আছে দিনে বারো ঘণ্টার শ্রমিক শ্রম। কৃষিক্ষেত্রে যেহেতু অনেকাংশে প্রাণের সঙ্গে সম্পর্কিত সৃজনমূলক কাজ তাই সেখানে (Forecd Labour) বিশেষ সফল হয় না, যেমন হয়নি সোভিয়েত রাশিয়ায়। চিনের মাওবাদী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বীভৎসায় মননশীল অধ্যাপককে চাষের মাঠে কাজে নিয়োজিত করে কোনও ফল হয়নি। কেননা ওসব নিপীড়নের অবিমৃশ্যকারীতা দিয়ে কোনও ফল হয় না।

যে কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমরা নেত্যগীতের মাতনে মেতে বিভোর, সেই রবীন্দ্রনাথের মতো যে কর্মযোগী কবি বিশ্বে বিরল সেকথা আমরা ভুলে যাই। শিলাইদহে গিয়ে তিনি প্রথম বাংলার গ্রামজীবন, জনজীবন কৃষি ও কৃষকের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসেন। তার ফলে কৃষি তথা কৃষকের সমস্যা সম্বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন এবং সে বিষয়ে চিন্ত বুঝতে পারেন যে সেই মান্ধাতার আমলের কৃষিকার্যে নিয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তাই তিনি তাঁরছেলে রথীনকে ও জামাই নগেন্দ্রকে আমেরিকায় পাঠন, প্রথমজনকে কৃষিবিদ্যা ও দ্বিতীয়জনকে গোষ্ঠীবিদ্যা বা গো ও পশুপালন সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে। কৃষি খামার ও পশুপালন খামার তথা কৃষিশিল্পের যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে, সে বিষয়ে কবি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ।

শুধুমাত্র ছেলে এ জামাতাকে বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠিয়েই কবি ক্ষান্ত হননি। তিনি যে বিষয়ে যে সমস্ত চিন্তা মসৃদ্ধ লেখা লিখেছিলেন একশো বছর আগে হলেও আজকের দিনে সেগুলি সমান প্রযোজন্য। রবীন্দ্রনাথ থেকেকোটেশন দিতে বাম দক্ষিণ নেতার যত তৎপর, তাঁর শিক্ষা, কৃষি, সমবায়, রাজনীতি, স্বনির্ভরতা নিয়ে তাঁর সে চিন্তাশীল বক্তব্য তার কাছে দিয়ে যেতেও তাঁরা চেষ্টা করেন না। যে রবীন্দ্রনাথ সমবায় আন্দোলন বা সমবায় প্রথায় চাষের চিন্তায় আমাদের দেশে পথিকৃত তিনি সমবায় সম্বন্ধে প্রথমেই বলেছেন, আমাদের দেশের সকলের চেয়ে দরকার, হাতে ভিক্ষা তুলিয়া দেওয়া নয় মনে ভরসাদেওয়া। মানুষ না খাইয়া মরিবে—শিক্ষার অভাবে, অবস্থার গতিকে হীন হইয়া থাকিবে, এটা কখনোই ভাগ্যের দোষ নয়, অনেক স্থলেই এটা নিজের অপারধ।

তাই তিনি প্রথমেই অতিবুদ্ধিমানদের বিনাশ্রমে অর্জিত ভিক্ষা বা জোলদানের বিপক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। সমবায় প্রথময় চাষের কথায় কবি বলেছেন, যদি প্রত্যেক চাষাকেবল নিজের ছোটো জমিটুককে আলাদা করিয়া না দেখিত, যদি সকলের জমি এক করিয়া সকলে একযোগে মিলিয়া চাষ করিত.......... তবে অনেক মেহন্নত বাঁচিয়া যাইত। ......'যদি অনেক চাষি মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত এ এক জায়গা হইতে বেচিবার ব্যবস্থা করিতে পারিত তাহা হইলে অকে বাদে খরচ, বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত।

বর্তমানে এখানেই সরকারের ভূমিকা আবশ্যক, উৎপাদিত শস্য সংরক্ষিত করতে গোডাউন রাখা ও অন্যান্য ফসল তথা ফলমূল শাকসব্জি, হিমঘরে সংরক্ষণ ও তার বিক্রয়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ কৃষি মান্ডির ব্যবস্থা করা। সরকারের কাজ ডোল বিতরণ নয়, সরকারের কাজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি, ফসল সংরক্ষণ ও তার যথাযথ মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থায় চাষে, স্বোপার্জিত সমৃদ্ধির প্রেরণা হওয়া। কবি আরও বলেছেন, যত অল্প সময়ে যে যত বেশি কাজ করিতে পারে তারই জিত। চাষবাস, কাপড় বোনা, বোঝা বহা চলাফেরা, তেল বাইর করা, চিনি তৈরি করা প্রভৃতি সকল কাজেই মানুষ গায়ের জোরে জেতে নাই, কলাকৌশলই জিতিয়েছে......... ইহাতেই মানুষের এত উন্নতি হইয়াছে। নহিলে মানুষের সঙ্গে বনমানুষের বেশি তফাত থাকিত না। ইউরোপে যন্ত্রের সাহায্যে চাষ কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কবি আমাদের দেশে তা প্রবর্তনের জন্য সমবায় প্রথার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এখন যে বিষয়ে সরকার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। চাষির মূলধন সংগ্রহে কবি যে সমবায় প্রথা বা সমবায় ব্যাঙ্কের ওপর জোর দিয়েছেন, সেক্ষেত্রেও সরকার সদর্থক ভূমিকা রাখতে পারে।

এমনকি সমবায় প্রথায় পশুপালনের কথা বলতে গিয়ে কবি ডেনমার্কের উল্লেখ করে বলেন, কোনো চাষির গোয়ালে যদিতার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক সের মাত্র দুধ বাড়তি থাকে যে দুধ লইয়া সে ব্যবসা করিতে পারে না। কিন্তু একশো দেড়শো চাষীর বাড়তি দুধ একত্র করিলে মাখন তোলা, কল আনাইয়া ঘিয়ের ব্যবসা চালাইতে পারে। ইউরোপে এই প্রণালীর ব্যবসা অনেক জায়গায়-চলিতেছে। আমাদের দেশে কবির ভাবনা গুজরাতে আমূল কো অপারেটিভ দেশজুড়ে অসামান্য সাফল্য লভ করেছে। বাংলায় প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের প্রেরণায় আরামবাগ হ্যাচারি পশুপালনে অসাধারণ সাফল্যের মূলে কোনও সরকারি প্রকল্প ছিল না, ছিল উদ্যোগের সততা ও শ্রম। এখানেও ঋণের ফাঁদে পড়ে কারোর আত্মহত্যার খবর পাওয়া যায়নি।

এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে গ্রামীণ নারী শ্রমিকদের এই গোপালন, ছাগপালন, হাঁস বা মুরগি পালনে এক সয়ম্ভর হওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিতে পারে। বাংলাদেশে ARAC এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্কের micro cedit সম্পূর্ণ পরিশোধের ভিত্তিতে যেমন নারীর স্বয়ম্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রেখেছে। তেমনি আমাদের গ্রামে চাষিবাড়ির মেয়েরা দুধ বিক্রি, ডিম বিক্রি, ছাগল বিক্রি, ফসল বিক্রি, ধানভাঙা, মুড়িভাজা, চিড়েকোটাতে নিজের রোজগার করত। এবং সঞ্চিত যে টাকা বিছানার নিচে বা চালের বাতায় গোঁজা থাকত, বিপদেরদিনে সংসারের সাহায্যে বার করতো।

গ্রামীণ নারী শ্রমিকের উদ্যোগে, ঋণদানের ক্ষেত্রে, সরকারের উচিত হবে যাঁরা পরিশোদের ভিত্তিতে মাইক্রো-ক্রেডিটের কাজ করছেন, তাঁদেরকে কাজের ভিত্তিতে সুযোগ করে দেওয়া। আমাদের এখানে পঞ্জি ফান্ডগুলো আক্ষরিক অর্থে চিটফান্ড হলেও দক্ষিণের পঞ্জিগুলি স্থায়ী সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। এই ব্যাপারে সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা গ্রামীণ অর্থনীতিতে কে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

এতাবৎ দেশে যত কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তা সবই রাজনীতির প্রয়োজনে ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ব্যাহক জাতীয়করম করলেন, দৃশ্যত মহৎ উদ্দেশ্যে চাষিদের সাহায্যের জন্যে ও মুখ্যত মোরারজি দেশাইকে বিদায় করার অস্ত্ররূপে। কৃষিঋণের ক্ষেত্রে প্রথম কাজ আরম্ভ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কিন্তু আনাদায়ী কৃষিঋণের বোঝার বারে অচিরেই সেখান থেকে সরে আসে। বাংলার ইউবিআই-এরও নাকি একই অবস্থা। আসলে লক্ষ লক্ষ টাকার কৃষিঋণের ফাঁদ তৈরি হয় রাজনৈতিক ফোন ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে।

আসলে কৃষিঋণ পেতে হলে প্রথমে এবং ত্বরিতগাতিতে একটি সমীক্ষা হওয়া দরকার, কে কতটা জমিতে, কী চাষ করবে, এবং তার বিনিয়োগ ও লাভ লোকসানের ভিত্তিতে কৃষিঋণ দেওয়া উচিত। এটা অবশ্য সীমাবদ্ধ রাখা উচিত দু-তিন একরের প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা হঠাৎ কোনও কারণে ফসল বিনষ্ট হলে, তার মোকাবিলা করতে পারে ফসলবীমা। কিন্তু সুদ মকুল হলেও, আসলের জন্যে চাপ না দিলেও সেটা শোধ করতে হবে।

বড়ো চাষিদের জমির পরিমাণ অনুযায়ী, তাকে ফসল উৎপাদন করাটা বাধ্যতামূলক করতে হবে। যদি তিনি জমি পতিত রাখেন এবং উৎপাদনে মন না দেন, তাহলে তাঁর পক্ষে জমির মালিকানা ছাড়া বাধ্যতামূলক করাটা কৃষিকাজ করলে, তার সমীক্ষা অনুযায়ী কৃষিঋণ পেতে পারেন, তাবে অকান্তবাবেই পরিশোধের ভিত্তিতে। কৃষি উৎপাদন যদি ভালো হয়, তাহলে বৃহৎ জমির মালিককে আয়করের আওতায় আনতে হবে, তাঁর জমির উৎপাদনশীলতার বিচারে। তাঁর ক্ষেত্রে সরকারি নীতি হবে, Produce or Perish.

সরকারি অকর্মণ্য কল্যাণ প্রকল্প দুটি এক PDS এবং দুই MNREGA দুইটি জনকল্যাণে ব্যর্থ হয়ে রাজনীতি একশ্রেণির ফড়ের চুরির চিচিং ফাঁকের উপায় হয়ে উঠেছে। এই দুই প্রকল্পকেই নব উদ্যোগ প্রকল্পে ঢেলে সাজার প্রয়োজন। তবে অকর্মণ্য প্রকল্পের অবসানে প্রথমেই আমাদের বৃহৎ শ্বেতহস্তী সংসদ ও সাংসদদের সরকারি অর্থে মহারাজা মেজাজে কোটিপতি হওয়া মধুচক্রটি বন্ধ করতে হবে। কেননা এই মাননীয় সাংসদরাই কোনও কাজ না করে অর্থ উপার্জনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

(সৌজন্যঃ স্টেটসম্যান)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যঙ্গকৌতুকে এরকমই একটি বিনি পয়সার ভোজ এর উল্লেখ করেছেন। যদি জোটেরোজ এমন বিনি পয়সার ভোজ।............ পরের তহবিল চোকায় উইলসনের বিল........ মনের সুখ হাস্যমুখে কে কার রাখে খোঁজ। তখনকার উইলসন ছিল আজরে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল। এই ন্যায় প্রকল্পে যে বিনি পয়সার ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার বিল অবশ্য চোকাবে সরকার। বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায় এমন একটি সরকারি প্রকল্প করতে পারলেই সমস্যার সমাধান। অন্ত সরকার করুক আর না করুক, এক সময় চিটফান্ডে বিপুল লাভের আশ্বাসে যেমন দলে দলে লোক মেতে উঠেছিল, তেমনি এই অভিন প্রকল্পের আশ্বাসেই বোধ হয় ভোটের কেল্লা ফতে হত বাধ্য। যেমন কৃষিঋণ মকুবের আশ্বাসে বেশ ভালো ফায়দা তোলা গেছে। ক্যাশ ফর ভোট বা কাইন্ড ফর ভোটে আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু সরাসরি ক্যাশ ট্রান্সফারের মতো মহান ন্যায়প্রকল্পে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। একবার যদি এটা চালু করতে পারা যায় তাহলে রাজস্থানের নয়া মুখ্যমন্ত্রী যেমন শিক্ষিত বেকারদের জন্যে একটি কর্মহীন অনুদান প্রকল্প কয়েছেন সেটিও সারাদেশের চালু করারই বা বাধা কোথায়। আমাদের রাজ্যে বামপন্থীরা বিরোধী অবস্থানে একটি মহান বেকারভাতার চালু করার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু সরকারে আসার পর কিছুদিন ক্যাডারভাতা দেওয়ার পর সেটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মা নেই, মাদার্স ডে-তে তাই স্মৃতিচারণই সম্বল শ্রীদেবী কন্যার

সারা পৃথিবী যখন মাদার্স ডে পালনে ব্যস্ত, তখন মন কেমনের মেঘ জমেছে আর এক মেয়ের মনে। মা নেই, তাই ছবিই সম্বল। এক বছরেরও বেশি হয়ে গিয়েছে শ্রীদেবী মারা গিয়েছেন। তাই চাইলেও মা-কে সঙ্গে নিয়েও কক্ষণও আর মাদার্স ডে সেলিব্রেট করা হবে না জাহ্নবীর। নিজস্ব প্রতিবেদন: সারা পৃথিবী যখন মাদার্স ডে পালনে ব্যস্ত, তখন মন কেমনের মেঘ জমেছে আর এক মেয়ের মনে। মা নেই, তাই ছবিই সম্বল। এক বছরেরও বেশি হয়ে গিয়েছে শ্রীদেবী মারা গিয়েছেন। তাই চাইলেও মা-কে সঙ্গে নিয়েও কক্ষণও আর মাদার্স ডে সেলিব্রেট করা হবে না জাহ্নবীর। আজ, মাদার্স ডে। সোশাল মিডিয়া ছেয়ে গিয়েছে উইশ আর ছবিতে। শ্রীদেবী কন্যা জাহ্নবীও শেয়ার করলেন তাঁদের ছবি। মায়ের পরনে শাড়ি, মেয়ের পরনে ঘাগরা। দুটো ঝুঁটি বেঁধে খুদে জাহ্নবী বসে রয়েছে মায়ের কোলে। ইনস্টাগ্রামে ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে জাহ্নবী লিখছেন 'ওঁদের আনন্দ দাও, উৎসাহিত কর, ওঁদের সব কথা শোন। পৃথিবীর সব ভালবাসা ওঁদের দাও। হ্যাপি মাদার্স ডে।'বলার অপেক্ষা রাখে না মায়ের কথা ভেবে মন খারাপ জাহ্নবীর, মা কে সঙ্গে না পাওয়ার আক্ষেপও একইরকম। তাই বিশেষ এই দিনে মা-এর স্মৃতিচারণই একমাত্র সম্বল।

বাবা হওয়ার ভিন্ন উপায় খুঁজছেন সালমান খান?

বিয়ে করছেন কবে- সালমান খানকে এই প্রশ্ন করতে করতে এখন হতাশ সবাই; এখন বিয়ে না করেই এই বলিউড তারকার বাবা হওয়ার পরিকল্পনার খবর ফাঁস হয়েছে।সালমান খানের সারোগেসির মাধ্যমে বাবা হওয়ার পরিকল্পনার এই 'এক্সক্লুসিভ' খবর দিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া।৫৩টি বসন্ত পেরিয়ে গেলেও এখনও মালাবদল করেননি সালমান; যদিও তিন দশকের চলচ্চিত্র জীবনে অনেক নারীর সঙ্গেই জড়িয়েছে তার নাম।বিয়ে না করলেও শিশুরা যে সালমানের খুব প্রিয়, সেটা বলিউডের সবাই জানেন। বিশেষ করে ভাই আর বোনের ছেলে-মেয়েদের তার আদরের কথা বলেন তারা।সালমান এর আগে বলেছিলেন, তিনি যদি কখনও বিয়ে করেন, তা করবেন শুধু সন্তান নেওয়ার জন্যই।সালমানের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের বরাতে টাইমস অব ইন্ডিয়া বলছে, এখনও বিয়ের জন্য 'প্রস্তুত নন' এই অভিনেতা, তাই সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান নেওয়ার কথা ভাবছেন তিনি।অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে কোনো নারীর জরায়ুতে সালমানের শুক্রাণু স্থাপন হবে, তার গর্ভেই বেড়ে উঠবে সালমানের শিশুটি; জন্মের পর তার বাবা হবেন সালমান।

সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান নেওয়ায় বলিউডে সালমানই প্রথম নন। এরআগে এভাবে সন্তান নিয়ে আমির খান, শাহরুখ খান, করন জোহরের মতো তারকারাও।বলিউডের নামি গীতিকার সেলিম খানের ছেলে সালমান 'প্যায়নে প্যায়ার কিয়া' দিয়ে বলিউডে পা রেখেই বাজিমাত করেন। 'চকলেট বয়'র সেই ইমেজ ভেঙে এখন 'মাচো হিরো' হিসেবেই তার খ্যাতি।আগামী ৫ জুন এই অভিনেতার বড় বাজেটের চলচ্চিত্র 'ভারত' মুক্তি পাচ্ছে, যাতে তার নায়িকা হিসেবে রয়েছেন পুরনো প্রেমিকা ক্যাটরিনা কাইফ। এই বছরের শেষের 'দাবাং ৩' নিয়ে ভক্তদের সামনে আসছেন তিনি।

৮ বছর পর 'প্রিডেটর' সিরিজের নতুন ছবি

১৪ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুক্তি পেতে যাচ্ছে 'প্রিডেটর' সিরিজের নতুন ছবি 'দ্য প্রিডেটর'; একই দিনে বাংলাদেশের স্টার সিনেপ্লেক্সেও মুক্তি পাবে ছবিটি।বৃহস্পতিবার স্টার সিনেপ্লেক্স থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।সায়েন্স ফিকশন অ্যাকশনধর্মী এ ছবির পরিচালক শেইন ব্ল্যাক। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বয়েড হলব্রুক, ট্রেভান্ট রোডস, জ্যাকব ট্রেম্বলে, অলিভিয়া মান, থমাস জেইন, আলফি অ্যালেন, স্টার্লিং কে ব্রাউনসহ আরো অনেকে।তিন দশকেরও বেশি সময় আগে যাত্রা শুরু হয় 'প্রিডেটর'' সিরিজের। ১৯৮৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল প্রথম ছবি 'প্রিডেটর'। সায়েন্স ফিকশন হরর অ্যাকশনধর্মী এ ছবির প্রধান অভিনেতা ছিলেন হলিউডের ডাকসাইটে তারকা আর্নল্ড শেয়ার্জনেগার।এক সৈন্যদলের প্রধান হিসেবে অভিনয় করেছিলেন তিনি, যারা এক অচেনা পরিবেশে মুখোমুখি হয় নৃশংস এলিয়েনদের। ছবিতে দুর্দান্ত অ্যাকশন দিয়ে দর্শকদের মাতিয়েছিলেন শোয়ার্জনেগার। বলা চলে তার কারণেই ছবিটি বক্স অফিসে বাজিমাত করেছিল।এ পর্যন্ত তিনটি ছবি মুক্তি পেয়েছে 'প্রিডেটর' সিরিজের। ১৯৯০ সালে দ্বিতীয় ছবি 'প্রিডেটর ২', এবং সবশেষ ২০১০ সালে মুক্তি পায় তৃতীয় ছবি 'প্রিডেটরস'।আট বছর পর এবার দর্শকদের সামনে আসছে সিরিজের চতুর্থ ছবি 'দ্য প্রিডেটর'। গত ৬ সেপ্টেম্বর টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটির প্রিমিয়ার হয়েছে।

নাগরিকত্ব বিতর্কে পাশে দাঁড়িয়েছেন অনুপম, ধন্যবাদ জানাতে ভুললেন না আক্কি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাগরিকত্ব বিতর্কে বেশকিছুদিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে অক্ষয় কুমারকে। ভারতের নাগরিক নন, তিনি কানাডার নাগরিক। এই বিতর্কে অনেকেই অক্ষয়কে খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর দেশপ্রেম নিয়েও। এসবের মাঝে অক্ষয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন অভিনেতা অনুপম খের। এবার পাশে দাঁড়ানোর জন্য অভিনেতা বন্ধু অনুপম খেরকে ধন্যবাদ জানালেন অক্ষয়। গত সপ্তহে অক্ষয়কে সমর্থনকে টুইটারে অনুপম খের লেখেন, '''' প্রিয় অক্ষয়, কিছু লোকজন যাঁরা তোমার নাগরিকত্ব, দেশপ্রেম, সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, তুমি তাঁদের ব্যাখ্যা দিচ্ছো, সেটা পড়লাম। এসব বন্ধ করো। তোমার আর আমার মতো লোক যাঁরা দেশের হয়ে কথা বলি, তাঁদের দমিয়ে দেওয়াই কিছু লোকজনের লক্ষ্য। তুমি কাজের লোক। তোমার কাউকে সাফাই দেওয়ার কোনও প্রয়োজনই নেই। ''''অনুপম খেরের এই টুইটের জবাব দিয়ে শুক্রবারই পাল্টা টুইট করেছেন অক্ষয়। সহ অভিনেতা তথা বন্ধু অনুপম খেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। অক্ষয় লিখেছেন, '''' অনুপমজী পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সহ অভিনেতা শব্দটিকে ছাপিয়ে গিয়ে বন্ধুত্বের হাত বাঁড়ানোর জন্য। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনে অক্ষয়কে ভোট দিতে না যেতে দেখে তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি নিন্দুকেরা। এই আক্রমণের জবাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাখা দেন অক্ষয়। জানান, তিনি কানাডার নাগরিক, একথা তিনি কখনওই লুকোননি। তবে এটাও ঠিক তিনি তাঁর দেশকে ভালোবাসেন, দেশের জন্যই কাজ করেন, আবার দেশের উন্নতিতে মোটা অঙ্কের টাকা করও দেন। তাই অহেতুক বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে।

দন বলিউডের যেসব নায়িকারা অতিমাত্রায় ধূমপানে আসক্ত

বলিউডের অনেক নায়িকাই ধূমপানে আসক্ত! এবারে থাকছে ধূমপানে আসক্ত বলিউডের নায়িকাদের সম্পর্কে।রানি মুর্খাজি, অত্যন্ত জনপ্রিয় এই নায়িকা। তিনি নাকি ধূমপানে আসক্ত। ধূমপান ছাড়া নাকি দিন শুরুই হয় না রানির। যদিও রানির এই অভ্যাস এক্কেবারেই সমর্থন করেন না তার পরিবার।

এজন্য বহুবার ধূমপান ছাড়ার চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু সফল হননি রানি।শোনা যায় একসময়ের বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মনীষা কৈরালাও নাকি ধূমপানে আসক্ত। এমনকি নিজের বিয়ের দিনেও নাকি ধূমপান করতে দেখা গেছে তাকে। তবে জানা যায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি এই অভ্যাস ত্যাগ করেছেন।ধূমপানে ভীষণভাবে আসক্ত একসময়ের মিস ইউনিভার্স ও অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন। এমনকি প্রকাশ্যে ধূমপান করতেও দেখা গেছে তাকে।ধূমপানে অত্যন্ত আসক্ত অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। তিনি অবশ্য এটাকে তার ব্যক্তিগত পছন্দ বলেই মনে করেন।শোনা যায়, ধূমপানে ভীষণভাবে আসক্ত অভিনেত্রী আমিশা প্যাটেল।ধূমপানে আসক্ত অভিনেত্রী তথা পরিচালক কঙ্কনা সেন শর্মা। শোনা যায় প্রথমবার সন্তানসম্ভবা হওয়ার সময় ধূমপান থেকে নিজেকে বিরত রাখতে ভীষণই সমস্যা হয়েছিল কঙ্কনার।বর্তমানে বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা ক্যাটরিনা কাইফও নাকি ধূমপানে আসক্ত।ধূমপানে আসক্তি রয়েছে অভিনেত্রী বিদ্যা বালানেরও। একাধিক সিনেমাতেও তাকে ধূমপান করতে দেখা গেছ। ধূমপানে আসক্ত কারিনা কাপুর খানও।

প্রথম দিনে ১২ কোটি ছাড়াল টাইগারের 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার ২'

শুরুয়াত খারাপ হল না। টাইগার শ্রফ, অনন্যা পাণ্ডে এবং তারা সুতারিয়া অভিনীত 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার ২'-এর প্রথম দিনের বক্স অফিস কালেকশন ১২.০৬ কোটি টাকা। যা প্রথম সংস্করণের থেকে তুলনামূলক ভাল বলেই মনে করছেন সিনেমা বিশেষজ্ঞরা।টাইগার বলছেন, স্টুডেন অব দ্য ইয়ার ২ একটু অন্য ধরনের ছবি। সে ভাবে শক্তি প্রদশর্ন নেই। কেউ ঘুসি মারলে রক্তাক্ত হই। হিরোর মতো পালটা জবাব দেওয়ার বালাই নেই। একদম প্রকৃত কলেজ ছাত্র। ওয়ান ম্যান আর্মি নই। নিজের চরিত্রকে এভাবেই ব্যাখ্যা করতে থাকেন বাঘী-টু ছবির নায়ক। তবে দর্শক কী বলছেন? জানা যাচ্ছে, প্রথম দিনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এসেছে দর্শককুল থেকে। তাঁদের কথায়, স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার ২ প্রথম সংস্করণ থেকে অনেক বেশি রিফ্রেশ। স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার প্রথম দিনে ব্যবসা করে ৭.৫২ কোটি।তবে, সিনে বিশেষজ্ঞদের দাবি, টাইগার যতই এই সিনেমাকে নতুনত্ব বলে ব্যাখ্যা করুক, বাঘী ২ কিন্তু প্রথম দিনে এর থেকে ভাল ব্যবসা করেছিল। পরিচালক পুনিত মালহোত্রার এটি তৃতীয় ছবি। এর আগে 'আই হেট লভ স্টোরিজ' ও 'গোরি তেরা প্যায়ার ম্যায়' ছবি বানিয়েছেন।

এবার মা হবেন কবে ফাঁস করলেন প্রিয়াঙ্কা নিজেই

ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই নানা ভাবে শিরোনামে আছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। নিজের থেকে ১০ বছরের ছোট নিক জোনাসকে বিয়ে করে সমালোচনার তুঙ্গে তিনি। এরপর সম্প্রতি মেট গালায় তার ফ্যাশন সেন্স নিয়েও বিতর্ক কম হয়নি। এবার এক সাক্ষাতকারে সরাসরি অভিনেত্রীকে প্রশ্ন করা হলো কবে তিনি মা হবেন।গত বছর মার্কিন গায়ক নিক জোনাসের সঙ্গে বিয়ের পর থেকে কয়েকবারই প্রিয়াঙ্কার গর্ভবতী হয়ে পড়া নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। তবে সাক্ষাতকারে প্রশ্ন করা হলে প্রিয়াঙ্কা অসাধরণ এক উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন, ''মা তখনই হবো যখন ঈশ্বর চাইবেন।''

কথা বলার সময় প্রিয়াঙ্কাকে এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়েছেন, মা হওয়ার ইচ্ছে তার নিশ্চয়ই রয়েছে তবে তা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা এখনও করেননি। মাতৃত্ব তার কাছে গর্বের এবং সন্তান জন্ম দেওয়াটা খুবই আনন্দের বিষয়। কয়েকদিন আগে নিক অবশ্য বলেছিলেন, তিনি খুব তাড়াতাড়ি বাবা হতে চান। সন্তানের বাবা হওয়াটা তার কাছে আসল স্বপ্ন। একজন সন্তানের সঙ্গে জীবন কাটানোটা তার কাছে খুবই প্রিয়।

সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রেমের কবিতা শেয়ার করলেন তামান্না

সোশ্যাল মিডিয়াতে সবাইকে চমকে দিয়ে বিশেষ বার্তা দিলেন তামান্না ভাটিয়া। এদিন মাতৃদিবসের আবহে তামান্নার বিশেষ বার্তাতে হইচই পড়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। এদিন নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ভালোবাসার কবিতা লেখেন তামান্না। বলিউড কিংবা দক্ষিণী সিনেমাতে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। তাঁর জনপ্রিয় সিনেমা হল ''বাহুবলি''। তারপর থেকেই সব জায়গায় জনপ্রিয় হয়ে যান তামান্না ভাটিয়া।

কিন্তু তাঁর পাশাপাশি নিজের আরও এক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তামান্না।এদিন নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে তাঁর কবিতার প্রতিভা প্রকাশ করেছেন তামান্না। নিজের ভালোবাসার বিষয় নিয়ে একটি সুন্দর কবিতা শেয়ার করেছেন তামান্না। সেই কবিতা সামনে আসতেই ফ্যানেদের মধ্যে জনপ্রিয়তা বেড়েছে একলাফে। তামান্না লিখেছেন, ''আমার মনের মধ্যে সবসময় একটা প্রশ্নে ভরা অভিনেত্রী থাকেন। ভালোবাসার মধ্যে যে থাকতে চায় সারাজীবন। এটা আমার সহজাত প্রবত্তি। এটাই আমার দর্শন জীবনের, নিজেকে ভালোবাসার মাধ্যমেই অপরকে ভালোবাসা যায়। এটাই সবচেয়ে সেরা।'' পাশাপাশি তামান্না আরও জানান, ''জগত-এর দিকে চেয়ে দেখুন। অসহায় ভালোবাসাকে দেখুন, একটা উদাহরন হিসাবে। তোমার মনে হবে এটা তোমার সঙ্গে হচ্ছে কিন্তু তোমার সঙ্গে আদপেই হচ্ছে না।যদি আপনি জলে চিনি মেশান, তাতেও কিন্তু আপনি জলের স্বাদ পাবেন। তাই কাউকে ভালোবাসলে আগে নিজেকে হারাতে হবে। তাঁর বিনিময়ে আপনি কী পাবেন? মূল জীবনের মন্ত্র কী? আপনি কিন্তু নিজেকে দেখতে পাবেন না। তাই নিজের আর ছায়ার মধ্যে পার্থক্য খুঁজুন।'' যদিও এই প্রথমবার নয় যে তিনি এই ধরনের রোম্যান্টিক কবিতা লিখেছেন। এর আগেও ব্লগে নানা ধরনের কবিতা লিখেছেন তামান্না। কাজের কথা বলতে গেলে আপাতত দক্ষিণী সিনেমাতে প্রচুর কাজ রয়েছে তাঁর হাতে। মুখ্য চরিত্রতেই বেশিরভাগ সিনেমাতে অভিনয় করতে দেখা যাবে তাঁকে।

নব্বই দশকের বলিউডকে সেরা বললেন কাজল

বলিউডের রুপালি পর্দায় দশকের পর দশক মাতিয়ে গেছেন খ্যাতিমান সব তারকারা। তারাদের আলোয় উজ্জ্বল ছিলো শোবিজ জগত। সে আলোর দ্যুতির ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন হালের তারকারা।তবে নব্বই দশককে বলিউডের সোনালি প্রজন্ম মনে করা হয়। সেই সময়ের তারকাদেরও জনপ্রিয়তা ছিলো আকাশ ছোঁয়া। নব্বই দশকের হিন্দি সিনেমা ও তারকাদের হাত ধরেই বলিউডে পৌঁছে গেছে দুনিয়াজুড়ে।অভিনেত্রী কাজলও ইঙ্গিত দিলেন বলিউডে নব্বই দশকই সেরা ছিলো। সম্প্রতি ব্যাক্তিগত ইনস্টাগ্রাম একাউন্টে একটি ছবি প্রকাশ করেন কাজল। ১৯৯৭ সালে ''ঈশক'' ছবির সেটে তোলা হয়েছিলো ছবিটি। সেখানে দেখা যায় মেকাপ আর্টিস্ট কাজলের মুখের সামনে আয়না ধরে আছে। কাজল তা দেখে ঠেঁটে লিপিস্টিক নিচ্ছেন।সে ছবিটির ক্যাপশনে কাজল লিখেন ''ফিরে যাই ঈশক''র সেটে।

মাতৃদিবস উদযাপন করলেন বলিউড তারকারা

মাতৃদিবসে মেতে উঠেছে গোটা দেশ। সকাল থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একে একে ছবি পোস্ট করছেন সকলেই। সে সঙ্গে ক্যাপশনে ছোট করে লেখা, ''ভালো থেকো মা।'' তবে পিছিয়ে নেই বলিউডও। ইনস্টাগ্রাম, টুইটার এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সকলেই মায়ের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেছেন। ছোটবেলা থেকে বড়বেলা সব স্মৃতিকেই ধরে রেখেছেন প্রত্যেকেই।প্রথমে চোখে পড়ল অভিনেত্রী আলিয়া ভাট এবং মা সোনি রাজদানের ছবি। ইনস্টাগ্রামে তিনি ছোটবেলার ছবি পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, আমার আনন্দের জায়গা তোমাকে ভালোবাসি মা। ভালো থেকো। তবে শুধু আলিয়াই নন, রয়েছেন অনেকেই।সোনম কাপুরও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছোটবেলার ছবি পোস্ট করেছেন তিনি লেখেন, শুভ মাতৃদিবস। আমার জীবন যাকে ঘিরেই এবং যিনি আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনি হলেন আমার মা। আমার শক্তি, আমার সাহস। তুমি না থাকলে আমি থাকতাম না। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। আমার এবং আমার পরিবারের জন্য তোমার অবদান অনস্বীকার্য।সোনমের পরই অনুষ্কা শর্মা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি শেয়ার করে লেখেন, মা ভালো থেকো। অন্যদিকে, করণ জোহরও মায়ের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন। তিনি লেখেন, মায়েরা হলেন সুপারহিরো। তাঁরা যে কোনও সমস্যার মোকাবিলা করতে পারেন।নিজের সন্তানদের সবসময়ই যত্নে রাখেন। শুভ মাতৃদিবস মা।সারার পাশাপাশি মাতৃদিবসের শুভেচ্ছাও জানান জাহ্নবী কাপুর। সোশ্যাল মিডিয়ায় মা শ্রীদেবীর সঙ্গে জাহ্নবী একটি ছবি পোস্ট করেছেন। তিনি লেখেন, সবাইকে উতসাহ কর, তাঁদের কথা শোনো। সবাইকে ভালোবাসো।

রবিবার পশ্চিম থানার অভিযানে আটক বহু বিদেশী মাদক। ছবি- নিজস্ব।

হতাশায় ভুগে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হিংসা ছড়াচ্ছে তৃণমূল দাবি জাভরেকরের

নয়াদিল্লি , ১২ মে (হি.স.) : রাজ্যজুড়ে জনগণ বিজেপির পক্ষে ভোট দিয়েছে। তাই হতাশায় ভুগে ষষ্ঠ দফায় রাজ্যজুড়ে হিংসা ছড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে বসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর। এদিন প্রকাশ জাভরেকর বলেন, ঝাড়গ্রামে বিজেপির বুথ সভাপতিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ঘাটালে বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয়েছে। হামলায় আহত হয়েছেন ভারতী ঘোষ। এমনকি তার গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে ভারতী ঘোষকে আটকানোর জন্য পুলিশ কাজ করে চলেছে। গতকালই রাজ্যের ১৫০০ সমাজবিরোধীদের নাম নির্বাচন কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আমরা বিশ্বাস করি জনগণ ভয় না পেয়ে ভোট দিতে পেরেছে। তৃণমূল বুঝতে পেরেছে জনগণ তাদের পক্ষে নেই। জনগণ বিজেপিকে ভোট দিচ্ছে। আর তা থেকে হতাশায় ভুগে হিংসা ছড়াচ্ছে রাজ্যের শাসকদল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে প্রকাশ জাভরেকর বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্সপেয়ারি ডেট নিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে থাকে। এখন পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ হিংসা হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের এক্সপেয়ারি ডেট চলে গিয়েছে।

উল্লেখ্য, রবিবার ছিল ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণ। কেশপুরের একটি বুথে বিজেপির এজেন্টেকে বসতে দেওয়া হচ্ছে না এমন খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন বিজেপি নেত্রী। তখন তার উপর চড়াও হয় তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা। অভিযোগ ভারতী ঘোষকে লক্ষ্য করে অশালীন গালিগালাজ চলতে করে ওই মহিলা কর্মীরা। বিক্ষোভ দেখানোর নাম করে তাঁকে ঘিরে হেনস্থা করা হয়। এমনকি মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। ধ্বস্তাধস্তিতে পায়ের নখ উপড়ে যায় ভারতীর।ভারতী ঘোষের উপর দ্বিতীয় হামলাটি হয় কেশপুরের দুধগাছিয়ায়। সেখানে বিজেপি প্রার্থীকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি করা হয়। এমনকি বোমাও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে গুলি চালাতে বাধ্য হয় ভারতী ঘোষের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী। হামলায় আহত হন তাঁর এক নিরাপত্তারক্ষী। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারতী ঘোষ বলেন, আমাকে আটকানো চেষ্টা করা হচ্ছে। আর তাই তৃণমূল আমার উপর হামলা চালিয়েছে।

ভারতী ঘোষের ওপর হামলায় তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

কলকাতা, ১২ মে (হি.স.) : রবিবার ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষের ওপর হামলা হয় কেশপুরে ঊ এদিন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই চরমে ওঠে রাজনৈতিক তরজা । এদিনের ঘটনাকে পুরোপুরি ভারতী ঘোষের সন্ত্রাসের ফল বলেই উল্লেখ করেন শাসক দলের নেতৃত্ব। এদিন এবিষয়ে ভারতী ঘোষকে আক্রমন করেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও ঘাটালের তৃণমূল -কংগ্রেস প্রার্থী দেব ঊ অন্যদিকে, এদিন এই বিষয়ে শাসক দলের বন্তব্যকে সম্পূর্ণ নস্যাত করে দেয় রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এই ঘটনাকে এদিন শাসক দলের চক্রান্ত বলেই উল্লেখ করেন তিনি ঊরবিবার শুরু হয় ষষ্ঠ দফার নির্বাচন ঊ এদিন নির্বাচন শুরু হতেই কেশপুরের চাঁদখোলাতে অভিযোগ ওঠে ভারতী ঘোষকে হেনস্তা করার । এদিন ভারতী ঘোষ চাঁদখোলাতে গিয়ে পৌঁছতেই শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি । তাতেই পড়ে গিয়ে আহত হন ভারতী ঊ এছাড়াও দোগাছিয়াতে ভারতীয ঘোষের গাড়ি ঘিরে হামলা চালানো হয়, চলে ইট-পাথরবৃষ্টি । ইটের ঘায়ে মাথা ফাটে তার দেহরক্ষীর, আহত হন ভারতীয় । এদিন এই ঘটনার সূত্রপাত হওয়ার পরেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়ে যায় কাদাছোঁড়াছুঁড়ি।

এদিন এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ভারতী ঘোষের নিন্দায় মুখর হন কলকাতার মেয়র তথা তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম। এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ তার সন্ত্রাসের ফল বলেই মন্তব্য করেন ফিরহাদ ঊ তিনি বলেন, “শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণকে অশান্ত করার চক্রান্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জমি হারাতে চলেছে। তাই এমন হিংসার পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে।”

এদিন একইভাবে এই ঘটনার জন্য ভারতীয় ঘোষকেই দায়ী করেন ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী দেব ঊ তিনি বলেন, “ভারতী ঘোষের সঙ্গে যা হয়েছে তা অনুচিত, কিন্তু তিনি গত ৪০-৫০ দিন ধরে সন্ত্রাস তৈরী করার চেষ্টা করছেন । পুলিশকে চমকাচ্ছেন । টাকা নিয়ে ঢুকে পড়েছেন । টাকা নিয়ে ধরা পড়েছেন । ১৫ জন কর্মী নিয়ে বুথে ঢুকেছে ন। শ্যুট করছেন । উনি তো প্রাক্তন এসপি । উনি নিজে সব নিয়ম জেনেও নিয়ম ভাঙছেন ।”

অন্যদিকে, এদিন শাসক দলের থেকে ওঠা সমস্থ অভিযোগকে অস্বীকার করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ ঊ তিনি বলেন, “শাসক দলের উস্কানিতেই এধরনের ঘটনার সন্মুখীন হতে হয়েছে ভারতী ঘোষকে ঊ” তার কথায়, “এই প্রথমবার নয়, এর আগেও ভারতী ঘোষের উপর এমন হামলা চালানো হয়েছিল। তৃণমূল জেতার আশা হারিয়ে ফেলেই প্লান মাফিক এই হামলা চালাচ্ছে ঊ তারা রাজনৈতিক ভাবে না পেরে বল প্রয়োগ করে আটকাতে চাইছে” বলেই এদিন মন্তব্য করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি।

দিল্লিতে ভোট দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ দফায় রাজধানী দিল্লিতে ভোট দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রাষ্ট্রপতি ভবন চত্বরের ১০ নম্বর বুথে গিয়ে স্ত্রী সবিতা কোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দেন দেশের সাংবাদিক প্রধান।রবিবার গোটা দিল্লিজুড়ে ১৩৮০০টি বুথে ভোটগ্রহণ হয়েছে। দিল্লিতে সব মিলিয়ে সাতটি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে। এইগুলি হল চান্দনি চক, পূর্ব দিল্লি, নয়া দিল্লি, উত্তর পূর্ব দিল্লি, উত্তর পশ্চিম দিল্লি, দক্ষিণ দিল্লি এবং পশ্চিম দিল্লি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সবকটিতেই জয়লাভ করেছিল বিজেপি। এবার কার্যত ত্রিমুখী লড়াই হতে চলেছে বিজেপি বনাম কংগ্রেস বনাম আপের মধ্যে। প্রায় ১৬৪ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবে দিল্লিবাসী। এদিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে উৎসাহী জনতার ভিড় চোখে পড়ার মতো ছিল।

ঘৃণাকে হারিয়ে ভালবাসার জয় হবে, ভোট দিয়ে বেরিয়ে দাবি রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি.স.) : ষষ্ঠ দফার ভোটের দিনও বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী। রবিবাসরীয় সকালে দিল্লির ঔরঙ্গজেব লেনের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন রাহুল গান্ধী। ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, কর্মসংস্থান, কৃষকদের দুর্দশা, জিএসটি, নোটবন্দির নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়গুলি সামনে রেখে নির্বাচনে লড়ছে কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সরব হয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, নরেন্দ্র মোদী ঘৃণাকে ব্যবহার করে থাকে। আর কংগ্রেস ভালবাসায় বিশ্বাসী। ঘৃণাকে হারিয়ে ভালবাসার জয় হবে। দিল্লি কার দখলে যাবে সেই বিষয়ে বলতে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, জনগণই এর সিদ্ধান্ত নেবে। এদিন রাহুল গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন। ভোট দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি নিজের বাসভবনের দিকে রওনা দেন।

কেশপুরে দোগাছিয়ায় ভারতীর উপর ইটবৃষ্টি, চলল গুলি, আহত এক তৃণমূলকর্মী

কলকাতা, ১২ মে (হি.স.) : কেশপুরের দোগাছিয়ায় বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষের উপর হামলা। পরিস্থিতি সমাল দেওয়ার জন্য পাঁচ রাউন্ড গুলি চালায় তাঁর নিরাপত্তা রক্ষীরা। ঘটনায় গুরুতর জখম হন বখতিয়ার খান নামে এক তৃণমূলকর্মী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই তৃণমূল কর্মীকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

দোগাছিয়া কেন্দ্রে ছাপ্পা ভোট হচ্ছে এমন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ভারতী ঘোষ। হঠাৎ ভারতী ঘোষের গাড়ি থামিয়ে দিয়ে ভাঙচুর করতে শুরু করে তৃণমূলকর্মীরা। এমনকি ভেঙে দেওয়া হয় চিত্র সাংবাদিকদের ক্যামেরা। এমনকি ভারতী ঘোষের নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকা এক জওয়ানকেও মারধর করা হয়। তারপর শুরু হয়ে প্রাক্তন আইপিএস অফিসারকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য শূন্যে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালায় সিআরপিএফ জওয়ানরা। মনে করা হচ্ছে গুলি চালানোর সময় একটি গুলি ছিটকে গিয়ে তৃণমূল কর্মী বখতিয়ার খানের হাতে গিয়ে লাগে। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারতী ঘোষ বলেন, আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কোনও রক্ষীই গুলি চালায়নি। অন্যদিকে ভারতী ঘোষের নিন্দায় মুখর হয়েছেন কলকাতার মেয়র তৃণমূল নেতা ফিরাদ হাকিম। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণকে অশান্ত করার চক্রান্ত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জমি হারাতে চলেছে। তাই এমন হিংসার পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে। দিলীপ ঘোষ এবং ভারতী ঘোষ শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণে অশান্তি তৈরি করতে চাইছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, এই প্রথমবার নয় এর আগেও ভারতী ঘোষের উপর এমন হামলা চালানো হয়েছিল। রাজনৈতিক ভাবে না পেরে বল প্রয়োগ করে আটকাতে চাইছে তাঁকে।

ভারতী ঘোষের উপর দুইবার হামলা, রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল কমিশন

কলকাতা, ১২ মে (হি.স.) ভারতী ঘোষের উপর দুইবার হামলা। অভিযোগের তির রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনায় বিবরণ জানতে চেয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল নির্বাচন কমিশন।রবিবার ছিল ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণ। কেশপুরের একটি বুথে বিজেপির এজেন্টেকে বসতে দেওয়া হচ্ছে না এমন খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন বিজেপি নেত্রী। তখন তার উপর চড়াও হয় তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা। অভিযোগ ভারতী ঘোষকে লক্ষ্য করে অশালীন গালিগালাজ চলতে করে ওই মহিলা কর্মীরা। বিক্ষোভ দেখানোর নাম করে তাঁকে ঘিরে হেনস্থা করা হয়। এমনকি মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। ধ্বস্তাধস্তিতে পায়ের নখ উপড়ে যায় ভারতীর।

ভারতী ঘোষের উপর দ্বিতীয় হামলাটি হয় কেশপুরের দুধগাছিয়ায়। সেখানে বিজেপি প্রার্থীকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি করা হয়। এমনকি বোমাও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে গুলি চালাতে বাধ্য হয় ভারতী ঘোষের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী। হামলায় আহত হন তাঁর এক নিরাপত্তারক্ষী। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারতী ঘোষ বলেন, আমাকে আটকানো চেষ্টা করা হচ্ছে। আর তাই তৃণমূল আমার উপর হামলা চালিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিজেপি প্রার্থী উপর হামলার ঘটনায় জেলাশাসকের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে পেলেই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযোগ সত্ত্বেও গড় হাজির কুইক রেসপন্স টিম, অচেনা রাস্তাই দায়ী: সূত্র

কলকাতা, ১২ মে (হি.স.) : এবার বিতর্কে কুইক রেসপন্স টিম। শেষ দুই দফায় বেশ সক্রিয় থাকলেও ষষ্ঠ দফায় সেভাবে দেখা মিলছেনা কুইক রেসপন্স টিমের। রাস্তাঘাট চিনতে না পারাই এই গাফিলতির কারণ। এমনটাই জানাচ্ছে সূত্র।গত দুই দফার ভোটে যেখানে যেমন অভিযোগ উঠেছে সেখানে হাজি থেকেছে কুইক রেসপন্স টিমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডান্টরা। কিন্তু এই দফায় তাঁদের দেখা না মেলায় অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধেই। নিরাপত্তা সংক্রান্ত নতুন নির্দেশিকা অনুসারে ৫৪৭ টি কুইক রেসপন্স টিম পরিচালনা করবে কম্পানি কমান্ডান্টরা। ১০৮টি অতিরিক্ত কুইক রেসপন্স টিম পরিচালনা করবে অ্যাডহক কমান্ডান্টরা। নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে এবার ভোট সুরক্ষার এমনই পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

আগের দফাগুলিতে নির্বাচনে কুইক রেসপন্স টিমে আবশ্যিকভাবে থাকতেন রাজ্য পুলিশের এক বা একাধিক কর্মী। যাদের কাছে এলাকার রাস্তাঘাট জলের মত পরিষ্কার ছিল। এবার যে কুইক রেসপন্স টিম তৈরি হয়েছে তাতে রাজ্য পুলিশের কোনও কর্মী নেই। বিশেষ সূত্র জানাচ্ছে, এই বিষয়টিতে প্রাথমিকভাবে আপত্তি ছিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের । কিন্তু বিবেক দুবের নির্দেশে বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য হয় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর। বিষয়টি ইতিমধ্যেই দিল্লির নির্বাচন কমিশনে ও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পর্যবেক্ষক বিবেক দুবের এই সিদ্ধান্তেই সমস্যায় পড়েছে কুইক রেসপন্স টিম। ভিন রাজ্যের কমান্ডান্টরা স্বভাবতই এই রাজ্যের পথ ঘাট সম্পর্কে একেবারেই আনকোরা। যে কারণে কোনও জায়গা থেকে অভিযোগ এলে সেখানে চটজলদি পৌঁছতে পারছেনা কমান্ডান্টরা। পাশাপশি একই লোকসভা কেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে একাধিক ব্যাটেলিয়নের কেন্দ্রীয় বাহিনী ফলে তাদের কমান্ডান্টদের মধ্যে সম্বন্বয়ের অভাব রয়েছে।

এখন থেকে ফারকাটিঙে থামবে রাজধানী এক্সপ্রেস, আনন্দের ঢেউ গোলাঘাটে

গোলাঘাট (অসম), ১২ মে (হি.স.) : গোলাঘাট জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করেছে ভারতীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এখন থেকে গোলাঘাট জেলার ফারকাটিং জংশনে অল্পক্ষণের জন্য ডিব্রুগড়-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের স্টপেজ থাকবে।উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই খবর পেয়ে জেলার জনসাধারণ যৎপরনাস্তি আহ্লাদিত। রাজ্যের প্রথমসারির ছাত্র সংগঠন সারা অসম ছাত্র সংস্থা-সহ বিভিন্ন সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে গোলাঘাট রেল জংশনে রাজধানী এক্সপ্রেসের স্টেপেজ দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এই দাবির ভিত্তিতে বহু স্মারকপত্রও সংশ্লিষ্ট দফতরে জমা পড়েছিল।অবশেষে জেলাবাসীর দাবি ও আশা পূরণ করে শুক্রবার গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে অবস্থিত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের প্রধান কার্যালয় থেকে এএফআর.জেডএন/এনএফআর/আইএন নম্বরের চিঠি মারফত সিএনএল/০৯/০৫/২০১৯ নম্বরের এক বিজ্ঞপ্তিতে তিনসুকিয়া রেল স্টেশন কর্তৃপক্ষকে রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ফারকাটিং জংশনে দুই মিনিট সময় দাঁড় করানোর এক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে এই নির্দেশিকা বলবৎ করতে বলা হয়েছে।রেল কর্তৃপক্ষের ওই বার্তার খবর চাউর হতে সময় লাগেনি। সঙ্গে সঙ্গে গোলাঘাটের জনসাধারণের মধ্যে আনন্দের ঢেউ আছড়ে পড়ে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ফারকাটিঙে স্টপেজ না থাকায় গোলাঘাট জেলার যাত্রীদের রাজধানী এক্সপ্রেস ধরতে হলে মরিয়নি কিংবা গুয়াহাটি যেতে হত। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হত রোগী, মহিলা, বয়োজ্যেষ্ঠদের।

কাঁথিতে বিজেপি কর্মী সমর্থকের উপর ভোজালির কোপ

কাঁথি, ১২ মে (হি.স.): কাঁথিতে আক্রান্ত বিজেপির এজেন্ট ঊ রবিবার এই লোকসভা কেন্দ্রের খেজুরি থানার পানখাই এলাকায় বিজেপির কর্মীদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৭২নং বুথের বিজেপির এজেন্ট গোপাল পুরকাইত। ষষ্ঠ দফার নির্বাচনে রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে বিজেপি কর্মী সমর্থক এর উপর ভোজালির কোপ ঊ রবিবার এই লোকসভা কেন্দ্রের খেজুরি থানার পানখাই এলাকায় বিজেপির কর্মীদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ভোজালি নিয়ে বিজেপি কর্মীর ওপরে হামলা চালালে তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে পরিবারের মহিলারাও আঘাত পেয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৭২নং বুথের বিজেপির এজেন্ট গোপাল পুরকাইত। তাঁর হাতে মারাত্মক চোট লেগেছে। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন দলের আর এক কর্মী। তাঁর কান কেটে গিয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও দুই মহিলা অল্পবিস্তর চোট পেয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে খেজুরিতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। তবে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।-

প্রয়াত পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত ভোজপুরি সঙ্গীত শিল্পী হীরালাল যাদব

বারাণসী, ১২ মে (হি.স.) : পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত ভোজপুরি সঙ্গীত শিল্পী হীরালাল যাদব প্রয়াত। রবিবার সকালে উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।হীরালাল যাদব ছিলেন একজন জনপ্রিয় ভোজপুরি সঙ্গীত শিল্পী। তিনি ”বিরহা” ঘরানার সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে, বিগত কয়েক মাস ধরে তিনি অসুস্থ অবস্থায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। রবিবার সকালে ওই হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই মহান ভোজপুরি সঙ্গীত শিল্পীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, ”তিনি দুদিন আগেই হীরালাল যাদবজিকে ফোন করে তাঁর শারীরিক অবস্থার খবরাখবর নিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ওনার মৃত্যু লোকগীতির ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি। শোকের এই মুহূর্তে আমার সমবেদনা ওনার ভক্ত ও পরিবারের সঙ্গে রয়েছে। সঙ্গীত শিল্পী হীরালাল যাদবকে ভারত সরকারের তরফ থেকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। সঙ্গীতজগতে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে যশ ভারতী পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

বিমানবন্দরে মুকুল রায়ের গাড়িতে তল্লাশি চালালো পুলিশ

কলকাতা, ১২ মে (হি.স) : রবিবার বিমানবন্দরের কাছে মুকুল রায়ের গাড়িতে তল্লাশি চালালো পুলিশ ঊ যদিও তেমন কিছুই সন্দেহভাজক জিনিস এদিন উদ্ধার করা যায়নি তার গাড়ি থেকে ঊ এদিন কৈখালির কাছেই এই তল্লাশি চালানো হয় ঊ অন্যদিকে এই ঘটনাকে এদিন হেনস্থা বলেই বিরক্তি প্রকাশ করেন বিজেপিরএই অন্যতম নেতা ঊএদিন কৈখালির কাছে মুকুল রায়ের গাড়ি আসতেই আটকানো হয় তাকে ঊ এরপরই পুরো গাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। এমনকি গাড়ির ভেতরে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র, ব্যাগ খুলে তল্লাশি চালানো হয় ঊ যদিও গাড়ি থেকে কিছুই সন্দেহভাজক জিনিস উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ ঊ আর এই ঘটনাতেই চটে যান মুকুল রায় ঊমুকুল রায়ের অভিযোগ, তাকে হেনস্থা করার জন্যই এভাবে মাঝরাস্তায় তার গাড়ি আটকানো হয়েছে ঊ এদিন রাজ্য সরকারের ওপর তোপ দেগে তিনি বলেন, ’আমি কোনও কেন্দ্রের প্রার্থী নই। তাই, আমার গাড়িতে তল্লাশি চালানোর প্রশ্ন নেই। আসলে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে রাজ্য সরকার।’উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষের গাড়ি থেকে প্রচুর নগদ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ ঊ এরপর থেকেই জোরদার করা তল্লাশি ঊ এদিন তার প্রেক্ষিতেই তল্লাশির মুখে পড়তে হয় মুকুল রায়ের গাড়িকে।

সংঘর্ষ-পীড়িত হাইলাকান্দিতে বেলা ১২টা থেকে তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল

হাইলাকান্দি (অসম), ১২ মে (হি.স.) : পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হওয়ায় রবিবার বেলা ১২টা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়েছিল হাইলাকান্দিতে। হাতে তিন ঘণ্টা সময় পেয়ে পুর নাগরিকরা তড়িঘড়ি খাদ্যদ্রব্য কেনাকাটায় বাজারে হুমড়ে পড়েন। প্রসঙ্গত, শুক্রবার বিবদমান দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলা সদর শহরে বেলা একটায় অনির্দিষ্টকালীন কারফিউ জারি করেছিল প্রশাসন। পরবর্তীতে শনিবার এক বিজ্ঞপ্তি করে কারফিউ-এর সময়সীমা আজ রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়িয়েছিলেন জেলাশাসক কীর্থি জল্লি। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় আজ বেলা ১২টা থেকে তিন ঘণ্টার জন্য শিথিল করা হয়েছিল।উল্লেখ্য, শুক্রবার দুপুরে ছয়ের পাতায়

কাঁথিতে বিজেপি কর্মী সমর্থকের উপর ভোজালির কোপ

কাঁথি, ১২ মে (হি.স.): কাঁথিতে আক্রান্ত বিজেপির এজেন্ট ঊ রবিবার এই লোকসভা কেন্দ্রের খেজুরি থানার পানখাই এলাকায় বিজেপির কর্মীদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৭২নং বুথের বিজেপির এজেন্ট গোপাল পুরকাইত। ষষ্ঠ দফার নির্বাচনে রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে বিজেপি কর্মী সমর্থক এর উপর ভোজালির কোপ ঊ রবিবার এই লোকসভা কেন্দ্রের খেজুরি থানার পানখাই এলাকায় বিজেপির কর্মীদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ভোজালি নিয়ে বিজেপি কর্মীর ওপরে হামলা চালালে তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে পরিবারের ছয়ের পাতায়

রবিবার নর্থ ইস্ট সেলস এক্সিকিউটিভ এসোসিয়েন আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখছেন কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

রবিবার পুনঃভোটকে কেন্দ্র করে কাকড়াবন বিধানসভা কেন্দ্রের একটি বুথে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। ছবি- নিজস্ব।

রবিবার পুনঃভোটকে কেন্দ্র করে বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের একটি বুথে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে ধর্মান্তরিত করার ঘটনা বেড়েছে শঙ্কা ছড়িয়ে পড়ছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে

ঢাকা, ১২ মে (হি. স.) : বাংলাদেশে জোর করে ধর্মান্তরিত করার ঘটনা হঠাৎ করেই বেড়ে গিয়েছে। বেড়েছে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হামলা, হত্যা, নির্যাতন-নিপীড়ন, জায়গা-জমি দখল, মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনাও। নির্বাচনের পর গত চার মাসে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি হয়েছে। সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও শঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের চার মাসের (২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল) পরিসংখ্যান বলছে, গত মার্চ মাসে জোর করে ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত করা হয়েছে ৮ জনকে। এপ্রিল মাসে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৬। এ ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের কিশোরী ও যুবতীদের অপহরণ কিংবা জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করার ঘটনাই সিংহভাগ। গ্রামাঞ্চলে অনেক পরিবার মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন, কোথাও কোথাও স্কুল-কলেজে যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছেন। ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড় রানা দাশগুপ্ত বলেছেন, 'মূলত মেয়েদের প্রলুব্ধ করে কিংবা জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করা হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করা। নির্বাচনের পর থেকে যা ঘটছে, আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। আমরা প্রতিবাদ কর্মসূচি করেছি। আমরা সব সংখ্যালঘু সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে জোর আন্দোলনের দিকে এগোচ্ছি।' হিন্দু মহাজোটের দুই অংশের নেতারাও বলছেন, 'আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প নেই। এর মধ্যে আমরা প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানব বন্ধন করেছি।' হিন্দুদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করার লক্ষ্যেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছে।

ঐক্য পরিষদের পরিসংখ্যানে আরও বলা হয়েছে, এই চার মাসে ২৩ জন নিহত হয়েছেন, হত্যার হুমকি দিয়ে দেশ ছাড়তে বলা হয়েছে ১৭ জনকে। হামলার শিকার হয়েছেন ১৮৮ জন। ১৬২ পরিবারের জায়গা-জমি দখল করা হয়েছে। ২৯টি মন্দিরে হামলা ও ৪৩ টি প্রতিমা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করা হয়েছে ৬টি মন্দির ও শ্মশানের। ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ১২ জন মেয়ে। শ্লীলতাহানি করা হয়েছে ১০ জনের। ইসলাম অবমাননার ভুয়ো অভিযোগে ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। জোর করে গরুর মাংস খাওয়ানোর ঘটনা ঘটেছে একটি। ঐক্য পরিষদ ২০১৮ সালের পরিসংখ্যানে বলেছে, এ বছর হত্যা করা হয়েছে ৯০ জনকে। বাড়িঘর ও জায়গা-জমি দখল করা হয়েছে ১২২ পরিবারের। দেশ ছাড়ার জন্যে হুমকি দেওয়া হয় ১১৫ পরিবারকে। ২১টি মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করা হয়েছে। হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে ৫৮টি মন্দিরে। প্রতিমা ভেঙে দেওয়া হয়েছে ১৬৯টি। ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ৪৮ জন মেয়ে। অপহরণের পর জোর করে ধর্মান্তরিত করার ঘটনা ঘটেছে ১২টি। ইসলাম ধর্ম অবমাননার ভুয়ো অভিযোগ আনা হয়েছে ১০ জনের বিরুদ্ধে। জোর করে গরুর মাংস খাওয়ানোর ঘটনা ঘটেছে ৩টি। এছাড়াও চাঁদাবাজি, হত্যার হুমকি, হামলা, জায়গা-জমি দখলের হুমকি, শ্লীলতাহানি- সব মিলিয়ে ২০১৮ সালে ৩ হাজার ৩৮২টি সংখ্যালঘু আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে, হিন্দু

ভরতি হাসপাতালে

আটের পাতার পর

তিনি একজন শিক্ষাবিদও। কোকরাঝাড় সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। এছাড়া প্লেইনসট্রাইবাল কাউন্সিল অব আসাম (পিটিসিএ)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। গোয়ালপাড়া জেলার মইদের-খোরো (হাতিমাথা) গ্রামে ১৯৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন চরণ নার্জারি। গুয়াহাটির কটন কলেজ থেকে ডিগ্রি পাশ করে স্নাতকোত্তর হন গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এদিকে প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রবীণ শিক্ষাবিদ চরণ নার্জারির দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তাঁকে হাসপাতালে গিয়ে দেখেছেন চলমান সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে কোকরাঝাড়ের ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল নেতা উর্খাও গৌরা ব্রহ্ম।

বাড়িতে হামলা

আটের পাতার পর

ভাঙচুর চালায়। এরপর তারা আলমারিতে থাকা নগদ প্রায় ১ লক্ষ টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার গহণা লুঠ করে পালায়। পরিতোষ পট্টনায়ক কাঁথি কেন্দ্রের প্রার্থী হলেও তাঁর বাড়ি হলদিয়ার পুরসভা অফিসের পেছনে দেভোগের সুকান্তনগরে।পরিতোষবাবু অভিযোগ জানিয়ে বলেন, এই ঘটনার পেছনে শাসক দলের লোকেদেরই হাত রয়েছে। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে রাত্রি প্রায় দেড়টা নাগাদ হামলা চালায় তারা। যদিও ভবানীপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের কাছে এই ধরণের কোনও ঘটনার অভিযোগ আসেনি।

জরুরী পরিষেবা

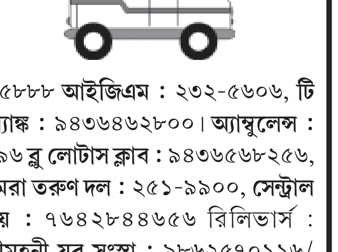

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৫০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চালক

● প্রথম পাতার পর

রাতে খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত কাউকেই ধরতে পারেনি। প্রসঙ্গত, নিত্যদিন খয়েরপুর থেকে আমতলী পর্যন্ত বাইপাস রোডে দুস্কৃতিকারীরা বাইক নিয়ে ঘুরাফেরা করে। এদের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। তাতে করে, যান চালকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

রবীন দেবের

আটের পাতার পর

মাসল পাওয়ারের কাছে যেভাবে আত্মসমর্পণ করেছে তা নজিরবিহীন।" রবীনবাবুর অভিযোগ, "এই বিষয়ে রাজ্যের বিশেষ পর্যবেক্ষককে ফোন করলে তিনি বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষকের সঙ্গে কথা বলতে বলছেন। অথচ তমলুক ও কাঁথির দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ফোণ করে বারবার বলা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেননি।" এদিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের হলদিয়া ও নন্দীগ্রাম বিধানসভায় নির্বাচন বাতিলের দাবি জানান রবীনবাবু।

সোঁনাইচণ্ডীপুর

আটের পাতার পর

আপ্লুত।দুলাল মণ্ডলি ভোট দিয়ে বলেন,' ৪০ বছর ধরে বসবাস করলেও এখনও পাট্টা জেটেনি। এমনকি গ্রামে ঢোকার রাস্তাটুকুও নেই। তবে বঞ্চনাকে চাপা রেখে আজ ভোট উৎসবের আনন্দে সামিল হয়েছি। খুব ভাল লাগছে, নিজের গনতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পেয়েছি।'সীমা বিশ্বাস, জয়ন্তী দাস প্রমুখ মহিলারা জানান,' গ্রামে রাস্তা না থাকায় প্রসুতি মহিলাদের হাসপাতালে যেতে চরম সমস্যা হয়। সেসব যন্ত্রনাকে আজকের দিনে চাপা রেখেছি। ভোট উৎসব। গ্রামে এই প্রথম বুথ। প্রথম ভোট দিলাম। খুব ভাল লাগছে। নতুন করে স্বপ্ন দেখব। এবার অধিকার আদায়ে জোর থাকবে।'

ভোজালির কোপ

পাচের পাতার পর

মহিলারাও আঘাত পেয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৭২নং বুথের বিজেপির এজেন্ট গোপাল পুরকাইত। তাঁর হাতে মারাত্মক চোট লেগেছে। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন দলের আর এক কর্মী। তাঁর কান কেটে গিয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও দুই মহিলা অল্পবিস্তর চোট পেয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে খেজুরিতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। তবে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

কারফিউ শিথিল

পাচের পাতার পর

প্রকাশ্য রাস্তায় জুম্মার নামাজ আদায়কে কেন্দ্র করে গোটা শহরে দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। উন্মত্ত জনতা ইট পাটকেল ছোঁড়া থেকে শুরু করে গাড়ি-ঘোড়ায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করেছে। পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়াও হয়েছে। এ ঘটনায় তিন পুলিশ জওয়ান আহত হয়েছেন। তখন উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে বেশ কয়েক রাউন্ড শূন্যে গুলি ছোঁড়ে পুলিশ। এতে নয়জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাদের মধ্যে জামির হুসেন নামের এক যুবকের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (এসএমসিএইচ)-এ মৃত্যু হয়েছে।

ঘায়েল এক

তিনের পাতার পর

কুদ্দুস আলি এবং মোস্তাফা আহমেদ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। আহতের নাম জয়ন উদ্দিন। তার অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে।এদিকে নিহত তিন ব্যক্তির মৃতদেহ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ময়না তদন্তের জন্য নগাঁওয়ের ভোগেশ্বরী ফুকননী সিভিল হাসপাতালের মর্গে রেখেছে। ইতিমধ্যে নিহত ও আহতের বাড়িতে ঘটনার দুঃসংবাদ পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

দুই জঙ্গি

তিনের পাতার পর

বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট ও মোবাইল পরিষেবা। নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের দেখতে পেয়ে জঙ্গি গুলি চালায়। শুরু হয় দুই তরফে তুমুল গুলির লড়াই। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয় দুই জঙ্গি। নিহত জঙ্গিদের কাছ থেকে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। গুলির লড়াই শেষ হয়ে গেলেও সেখানে কোনও বিস্ফোরক রয়েছে কিনা তার খোঁজ চলছে। সাধারণ মানুষকে বাড়ির ভেতরে থাকতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করার অনুরোধ করা হয় প্রশাসনের তরফে।

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা শেষে বুধবার দেশে ফিরবেন বাংলাদেশের সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,মে ১২।। বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আগামী বুধবার (১৫ মে) সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফিরবেন। সেতু বিভাগের জনষংযোগ কর্মকর্তা শেখ ওয়াহিদ ফায়েজ জানান, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট যোগে বাংলাদেশ ষময় বুধবার সন্ধ্যা ৬ টায় হযরত শাহালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তিনি অবতরণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। রবিবার সকাল ১০ টা ২০ মিনিটে (সিঙ্গাপুর ষময়) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন ওবায়দুল কাদের। গত ৩ মার্চ সকালে শ্বাসকষ্ট নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে য. ব. (বিএসএমএমইউ) করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) ভর্তি হন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। সেখানে এনজিওগ্রাম পরীক্ষা করার পর তার করোনারি ধমনীতে তিনটি ব্লক পান চিকিৎসকরা। উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৫ মার্চ তাকে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে নেয়া হয়। গত ২০ মার্চ ওই হাসপাতালের কার্ডিও থোরাসিক সার্জন ডা. সিবাস্টিন কুমার সামির নেতৃত্বে সেতুমন্ত্রীর বাইপাস সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

গত ২ এপ্রিল ওবায়দুল কাদেরকে ছাড়পত্র দেয় সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাষপাতাল। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সিঙ্গাপুরে একটি ভাড়া বাসায় অবস্থান করে ফলোআপ চিকিৎসা নেন সেতুমন্ত্রী।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছে। সেই সাথে কৈলাসহর মহিলা থানায় শ্রীকান্ত দের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু, পুলিশ অভিযোগ পেয়েও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেনি। তাতে জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

কমিশনের

● প্রথম পাতার পর

মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সিপিএম কর্মীরা গুজব রটিয়ে ভোটের পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। তাদের ফাঁদে নিরাপত্তা বাহিনীও পা দিয়েছে। এদিনের ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ পর্যবেক্ষক বিনোদ জুৎসিকে জানানো হয়েছে। কারণ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর মারে বিনা দোষে এক বিজেপি কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন।

এদিকে, বিশালগড় বিধানসভার অধীন কড়ইমুড়া এলাকায় আজ সকালে সিপাহিজলা জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি পাপাই চৌধুরীকে মারধর এবং তাঁর সোনার হার ও নগদ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে।পাপাই চৌধুরী জানিয়েছেন, আজ সকালে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী তাঁকে প্রচণ্ড মারধর করেছে। মারধর করে যাওয়ার সময় তাঁর কাছ থেকে নগদ টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কার ছিনতাই করেছে। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস সমর্থক হওয়ায় তাঁকে মারধর করা হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মনও এই ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ব্যাপক সন্ত্রাস হয়েছে। এদিকে, বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন ৫১ নং বুথে ভোট চলাকালীন কংগ্রেস কর্মী রাহুল দেবনাথ আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি আরকেপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, কংগ্রেস কর্মী হিসেবে বুথের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। বিজেপি কর্মীরা হঠাৎ এসে মারধর শুরু করেন। কোনওক্রমে পালিয়ে তিনি বেঁচেছেন।

অন্যদিকে, পশ্চিম আসনের ১৬৮ বুথে পুণঃ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। এজন্য তিনি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারীককে দায়ী করেছেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে নবেন্দু ভট্টাচার্য্যের দাবি, পুনর্ভোটে বিজেপি কর্মীরা যেভাবে আক্রান্ত হয়েছে, তাতে ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলে মানা যায় না। তিনি বলেন, অধিক নিরাপত্তা বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক পুণঃ নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা নির্বাচনের এই অবস্থার দায় মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এড়াতে পারেন না।

পুণঃ নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেস ও সিপিএম একই সুরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। কংগ্রেসের তরফ থেকে পশ্চিম আসেনর প্রার্থী সুবল ভৌমিকের অভিযোগ আতঙ্কের পরিবেশ কায়েম হয়েছিল দিনভর। বিভিন্ন স্থানে ভোটাররা ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন। গতকাল থেকেই কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। শুধু তাই নয় এদিন বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হলেও বাইরে ছিল আতঙ্কের পরিবেশ। ভোটাররা ভীত সন্ত্রস্থ ছিল বলে অনেকেই ভোট দিতে যায়নি। তাইতাই ভোটের হার কমেছে। এদিকে, রবিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ অভিযোগ করে বলেন, বুথ নিরাপদ করেই দায়িত্ব সেরে নিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। বুথের বাইরেও নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু, কমিশন তা করেনি। তাই এই পুণঃ নির্বাচন আতঙ্কের মধ্যে কেটেছে এবং তিনি দাবি করেন এই পুণঃ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি।

আইবি'র সতর্কবাণীর পর ঢাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার

ঢাকা, ১২ মে (হি. স.) : ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরো (আইবি) বৌদ্ধ পূর্ণিমার সময় জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) অথবা ইসলামিক স্টেট (আইএস) পশ্চিমবঙ্গ অথবা বাংলাদেশে 'ফেদাইন' হামলা চালাতে পারে, এই সতর্কতা জারির পর বাংলাদেশে আরও নড়ে-চড়ে বসেছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়াও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকার ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা মতাবলম্বী ব্যক্তি বা উপাসনালয়ে জঙ্গিরা হামলা করতে পারে। এজন্য পুলিশকে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে জঙ্গিরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের ওপরও হামলা চালাতে পারে জানিয়ে গোয়েন্দা নজরদারি, টহল ও চেকপোস্ট বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। ঢাকা মহানগর পুলিশের সদর দফতরে গতকাল এক সভায় কমিশনার এই নির্দেশনা দেন। সভায় ঢাকার ৫০ থানার ওসিসহ ঊর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তা, গোয়েন্দা পুলিশ ও কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত থাকা নির্ভরযোগ্য একজন ঊর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই পুলিশ কর্মকর্তা জানান, বর্তমানে রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক অবস্থায় আছে। কিন্তু, সাম্প্রতিক জঙ্গিদের বিভিন্ন হুমকি ও নতুন করে সংগঠিত হওয়ার খবর গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে তা মোকাবিলার জন্য নির্দেশনা দেন কমিশনার। বিশেষ করে রাজধানীর কূটনৈতিক এলাকা হিসেবে গুলশান-বারিধারা, বিদেশি নাগরিকদের কর্মস্থল ও আবাসস্থল, চার্চ, প্যাগোডা, মন্দিরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশনা দিয়েছেন।

ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো আগামি ১৮ মে বৌদ্ধপূর্ণিমায় পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশে জঙ্গিরা হামলা করতে পারে বলে আশঙ্কা করছে। গত মাসে শ্রীলঙ্কায় ভয়াবহ জঙ্গি হামলার ঘটনার পর রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশে এমনিতেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এর মধ্যেই গত ২৯ এপ্রিল গুলিস্তান এলাকায় তিন পুলিশ সদস্যের ওপর বোমা হামলা করে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা। ঘটনার পর সেই হামলার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে আন্তর্জাতিক জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট বা আইএস। ওই দিন সকালেই এলিট ফোর্স র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) রাজধানীর মোহাম্মদপুরে একটি জঙ্গি আস্তানায় অভিযান চালালে দুই জঙ্গি আত্মঘাতী হয়। আল-কায়েদা সমর্থিত বালাকোট মিডিয়ার মাধ্যমে জঙ্গিদের 'লোন উলফ' হামলার পরিকল্পনার খবরও প্রকাশ হয়েছে সম্প্রতি। অবশ্য পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া) মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, আসন্ন বৌদ্ধপূর্ণিমা উদযাপনকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক হামলার সুনির্দিষ্ট কোনও আলামত নেই। তারপরও, বাড়তি সতর্কতা হিসেবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে। বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বৌদ্ধ মন্দির সহ সব ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পুলিশের সকল ইউনিটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে চেকপোস্ট স্থাপন করে তল্লাশি চালাতে বলা হয়েছে। স্থানীয় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করে নিরাপত্তা পরিকল্পনা সাজাতে বলা হয়েছে। জঙ্গি প্রতিরোধেযুক্ত কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের কর্মকর্তারা বলেছেন, সুনির্দিষ্ট হামলার তথ্য না থাকলেও আগে থেকেই পুলিশ সতর্ক রয়েছে। জঙ্গিরা তাদের নিজস্ব যোগাযোগ চ্যানেলে রমজান মাসকে হামলার জন্য 'পবিত্র' হিসেবে উল্লেখ করে বিভিন্ন বার্তা আদান-প্রদান করেছে। একারণে যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরবে যে গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে তাকে ফেদাইন আক্রমণ হিসেবে অভিহিত করা হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ওই সতর্কতায় বলা হয়েছে, ফেদাইনরা অন্তঃসত্ত্বা নারীর বেশ ধরে হিন্দু বা বৌদ্ধদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করতে পারে হামলা চালাতে।

পুলিশে

● প্রথম পাতার পর

দেখাতে না চাইলেও কল্পনা দাসের কথায় ব্যাগ থেকে সব জিনিস বের করে, তাতে দেখা যায় অল্প কিছু টাকা ও সোনা রয়েছে এবং একটি কাগজ রয়েছে যাতে লেখা ছিল বিয়ের জন্য এই সোনা দিয়ে জিনিস তৈরির কথা। তা দেখে কল্পনা দাস অটোর ভেতর থেকে চিৎকার শুরু করেন। চিৎকার শুনে তখনই এলাকার মানুষ ছুটে এসে অটোর পেছন ধাওয়া করে বিধু বাবুর বাড়ির সামনে গাড়িটিকে আটকায় তখনই কল্পনা দাস গাড়ি থেকে নেমে পড়েন এবং সাথে থাকা সেই যুবকে মানুষ ধরে ফেলে কিন্তু সেই সময় ঐ যুবক তার কাছে থাকা পার্স ব্যাগ জঙ্গলে ফেলে দেয় সেই সুযোগে অটোটি পালিয়ে যায়। এদিকে সকাল থেকে এই ছিনতাইবাজদের ধরতে ধর্মনগর থানার পুলিশ অভিযানে নেমেছিল, এদিকে এই খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার ওসি দেবপ্রসাদ রায় ঘটনাস্থল থেকে মানুষ ধারা আটক কৈলাসহরের সুমিন মিয়াঁকে ধরে থানায় নিয়ে আসেন। ধর্মনগর থানায় জোর জিজ্ঞাসাবাদে সুমোন মিয়াঁ থেকে অনেক তথ্য পেয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

কোহলিকে খোঁচা দিয়ে বিপাকে হরভজন

হয়তো তিনি মজা করেই কথাটা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেটিজেনরা ব্যাপারটাকে মজার ছলে নিলেন না। ব্যাপারটাকে খোঁচা বলেই ধরে নিল নেট দুনিয়া। আর তার পর হরভজন সিংকে হজম করতে হল হাজারো সমালোচনা। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে নিজের একটি বিজ্ঞাপনী শুটিং-এর ছবি পোস্ট

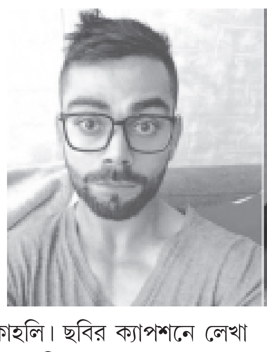

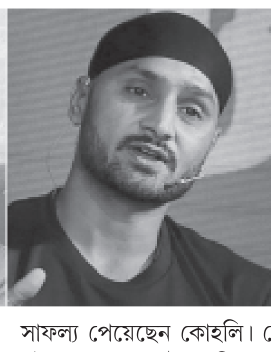

করেছিলেন বিরাট কোহলি। ছবির ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'প্রতিটা দিনই নতুন কিছু শেখার সুযোগ, বড় হওয়ার সুযোগ। বিনয়ী থাকুন।'কোহলির ছবি ও এমন ক্যাপশন দেখার পরই হয়তো মজা করার ইচ্ছে হয়েছিল হরভজন সিংয়ের। ভাজ্জি কমেন্ট করে বসেন, 'আর প্রতিদিনই তুমি আরও বেশি অর্থ উপার্জনের সুযোগ পাও।' ব্যস, তার পরই হরভজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন কোহলি-ভক্তরা। একের পর এক কটাক্ষ উড়ে আসতে থাকে হরভজনকে লক্ষ্য করে। কেউ কেউ তাঁকে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার জন্যও কটাক্ষ করতে শুরু করেন। অনেকে আবার বলতে শুরু করেন, হিংসার জন্যই নাকি এমন কথা বলেছেন ভাজ্জি! কঠোর পরিশ্রম করেই সাফল্য পেয়েছেন কোহলি। সেখানে উপার্জিত অর্থ তাঁর প্রাপ্য। এমনই জানিয়েছেন সমর্থকরা।কোহলি বা ভাজ্জি, কেউই অবশ্য এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। আসলে ক্রিকেটাররা তো একে অপরের সঙ্গে এমন ঠাট্টা-তামাশা করেই থাকেন! কে-ই বা এসব নিয়ে মাথা ঘামান! কিন্তু নেট-দুনিয়ার একাংশ এমন সব ইস্যু পেলে সুযোগ ছাড়তে চায় না। এক্ষেত্রেও তাই হল।

মোহনবাগানের নতুন কোচ স্প্যানিশ ভিকুনা

জল্পনা শেষ। নতুন কোচের নাম ঘোষণা করল মোহনবাগান। বেশ কয়েকদিন ধরে কিছু স্প্যানিশ কোচের নাম হাওয়ায় ভাসছিল। শেষ পর্যন্ত একজন স্প্যানিশ-ই হলেন মোহনবাগানের কোচ। স্প্যানিশ কোচ কিবু ভিকুনা ২০১৯-২০ মরশুমে মোহনবাগানের দায়িত্বে। ৪৭ বছরের এই কোচের উয়েফা প্রো লাইসেন্স রয়েছে।

স্পেন ও পোল্যান্ড, দুই দেশের ফুটবলেই কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। মোহনবাগানের কোচের দৌড়ে একটা সময় জাতীয় দলের প্রাক্তন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ অ্যাশলে ওয়েস্টউড-এর নাম ভেসে উঠেছিল। অ্যাশলে ওয়েস্টউড আবার বেঙ্গালুরু এফসি-র কোচও ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৌড়ে সবাইকে হারিয়ে স্প্যানিশ কিবু ভিকুনা হলেন মোহনবাগানের কোচ। ভিকুনা এর আগে পোল্যান্ডের প্রথম ডিভিশন ক্লাব উইসলা প্লোক-এর কোচের দায়িত্বে ছিলেন। ইস্টবেঙ্গলের পর এবার মোহনবাগানেও স্প্যানিশ কোচ। ২০১৫-১৬ মরশুমে কোচিং স্টাফ থাকাকালীন পোলিশ সুপার কাপ জিতেছেন ভিকুনা। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে পোল্যান্ডের হয়ে খেলা জান আরবানের সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন ভিকুনা। তাঁর ফুটবল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর ভরসা রাখছেন মোহনবাগানের কর্তারা।

সমর্থন পেয়ে ঘুরে দাঁড়াতে প্রত্যয়ী বার্সা কোচ

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে লিভারপুলের কাছে বড় হারের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াতে আত্মবিশ্বাসী বার্সেলোনার কোচ এরনেস্তো ভালভেরদে। কাম্প নউ ছাড়ার গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তেমেউসহ পুরো ক্লাবের সমর্থন পাওয়ার কথা জানিয়েছেন এই স্প্যানিয়ার্ড।অ্যানফিল্ডে গত মঙ্গলবার সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগে ৪-০ গোলে হেরে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ছিটকে যায় বার্সেলোনা। প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছিল লা লিগা চ্যাম্পিয়নরা।রোববার বাংলাদেশ সময় রাত ১০টা ৩০ মিনিটে নিজেদের পরের ম্যাচে লা লিগায় গেতাফের মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা। হারের অভিজ্ঞতা ভুলে সামনে এগোতে চান বলে সংবাদ সম্মেলনে জানান ভালভেরদে।"আমি ভালো আছি, পরের মৌসুমে দায়িত্ব চালিয়ে নেওয়ার মতো মানসিক শক্তি আমার আছে।""আমি সামনে এগোতে চাই, আমরা সবাই কষ্ট পাচ্ছি, তা আমি অস্বীকার করতে পারি না। নিজেদের ও সমর্থকদের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে।

আপনি লিভারপুলের বিপক্ষে একটা সেমি-ফাইনাল হারতে পারেন কারণ তারা অসাধারণ একটা দল। কিন্তু সমস্যাটা হলো যেভাবে আমরা হারলাম, এতটা সুবিধাজনক জায়গা থেকে যেভাবে আমরা হার মেনে নিলাম।"চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গত মৌসুমে কোয়ার্টার-ফাইনালে ঘরের মাঠে বড় জয়ের পর ফিরতি পর্বে হেরে বিদায় নিয়েছিল বার্সেলোনা। ঘরোয়া সাফল্যের পরও ইউরোপের মঞ্চে ব্যর্থতায় তাই বার্সেলোনায় ভালভেরদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। কিন্তু নিজ ক্লাবে সমর্থন পাচ্ছেন তিনি।"বৃহস্পতিবার আমি সভাপতির সঙ্গে কথা বললাম এবং তিনি আমার প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করলেন। আমি সবসময় অনুভব করেছি যে ক্লাবের সমর্থন আমার সঙ্গে আছে।""আমি জানি যে এমন একটা ম্যাচের পর সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। খেলায় এটা জীবনের অংশ। এমন কিছু যখন ঘটে তখন মনে হয় সবকিছু ভেঙে পড়বে। কিন্তু তারপর আপনাকে আবার সবকিছু গড়ে তুলতে হয়।"২৫ মে ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে কোপা দেল রের ফাইনালে জয় পেলে চলতি মৌসুমে ঘরোয়া ডাবল পূর্ণ করবে এরই মধ্যে লা লিগা শিরোপা জেতা বার্সেলোনা।

২০২১ পর্যন্ত চেলসিতে ব্রাজিলের লুইস

চেলসির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ দুই বছর বাড়িয়েছেন ব্রাজিলের ডিফেন্ডার দাভিদ লুইস। নতুন চুক্তি অনুসারে ২০২১ সাল পর্যন্ত ইংলিশ ক্লাবটিতে থাকবেন এই ফুটবলার।শুক্রবার চুক্তি বাড়ানোর কথা জানায় চেলসি। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলে ক্লাবের হয়ে ৪৮টি ম্যাচে মাঠে নেমেছেন ৩২ বছর বয়সী লুইস। চেলসির ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সেরা চারে থাকা এবং ইউরোপা লিগের ফাইনালে ওঠায় অবদান রাখেন তিনি।"এখানে থেকে এবং আরও কিছুদিন থাকার সুযোগ পেয়ে আমি খুব খুশি। আমি এই ক্লাবকে ভালোবাসি এবং এখনও আমার একজন তরুণ খেলোয়াড়ের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।""আরেকটা ইউরোপিয়ান ফাইনালে পৌঁছানোটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং চলতি মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সেরা তিনে থেকে শেষ করার সুযোগ এখনও আমাদের আছে। দলকে সাহায্য করতে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা আমি চালিয়ে যাব।"

আমব্রিসের বীরত্বে উইন্ডিজের রেকর্ড জয়

অ্যান্ডি বালবার্নির সেঞ্চুরি আর কেভিন ও'ব্রায়েনের ঝড়ো ফিফটিতে বড় সংগ্রহ গড়েছিল আয়ারল্যান্ড। তিনশ রানের লক্ষ্য তাড়ার অভিজ্ঞতা খুব বেশি না থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ গড়ল রেকর্ড। সুনিল আমব্রিসের বীরত্বে নিজেদের ইতিহাসের সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জিতে ক্যারিবিয়ানরা উঠে গেল ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে।সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে ৫ উইকেটে জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৩২৮ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে গেছে ১৩ বল বাকি থাকতে। টুর্নামেন্টে এটা ক্যারিবিয়ানদের দ্বিতীয় জয়।ওয়ানডেতে এর আগে একবারই তিনশ বা তার বড় লক্ষ্য তাড়া করে জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

২০১৭ সালে দেশের মাটিতে ৩০৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে হারিয়েছিল পাকিস্তানকে।লিস্ট 'এ' ক্রিকেটেও এর আগে সেঞ্চুরি ছিল না আমব্রিসের। জন ক্যাম্পবেলের চোটে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে খেলার সুযোগ পাওয়া এই ওপেনার ১২৬ বলে খেলেন ১৪৮ রানের দারুণ এক ইনিংস। ১৯ চার ও এক ছক্কায় গড়া ইনিংস তাকে এনে দেয় ম্যাচ সেরার পুরস্কার।মালাহাইডের দা ভিলেজে শনিবার টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই জেমস ম্যাককলামকে হারায় আয়ারল্যান্ড। পল স্টার্লিংয়ের সঙ্গে ১৪৬ রানের জুটিতে দলকে পথ দেখান বালবার্নি। আট চার ও দুই ছক্কায় ৭৭ রান করা স্টার্লিংকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন শ্যানন গ্যাব্রিয়েল। গতিময় এই পেসার দ্রুত বিদায় করেন অধিনায়ক উইলিয়াম পোর্টারফিল্ডকে।৫৫ বলে পঞ্চাশ ছোঁয়া বালবার্নি চতুর্থ সেঞ্চুরিতে পৌঁছান ১০০ বলে। দলকে বড় সংগ্রহের পথে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ফিরেন ১১ চার ও চার ছক্কায় ১২৪ বলে ১৩৫ রান করে। তার বিদায়ের পর রানের গতিতে দম দেন ও'ব্রায়েন। ৪০ বলে তিনটি করে ছক্কা-চারে খেলেন ৬৩ রানের বিস্ফোরক ইনিংস। আট বোলার ব্যবহার করেন অধিনায়ক জেসন হোল্ডার। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সফল গ্যাব্রিয়েল ২ উইকেট নেন ৪৭ রানে।বড় রান তাড়ায় উদ্বোধনী জুটি ভালো শুরু এনে দেয় সফরকারীদের। আগের দুই ম্যাচে সেঞ্চুরি করা শেই

হোপকে এবার ৩০ রানে থামান বয়েড র‍্যানকিন। রানের পাহাড় তাড়ায় দলকে পথ দেখান মাত্র চতুর্থ ওয়ানডেতে খেলতে নামা আমব্রিস।রোস্টন চেইসের সঙ্গে ১২৮ রানের জুটিতে দলকে গড়ে দেন জয়ের ভিত। ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি পাওয়া আর আমব্রিসকে থামান র‍্যানকিন। শেষ ১০ ওভারে প্রয়োজন ছিল ৭৬ রান। হোল্ডার ও জোনাথন কার্টারের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে সহজেই সেই লক্ষ্য পেরিয়ে যায় ক্যারিবিয়ানরা। ২৭ বলে ৪৩ রানে অপরাজিত থাকেন কার্টার। ২৪ বলে এক চার ও দুই ছক্কায় ৩৬ রান করে ফিরে যান হোল্ডার।খরুচে বোলিংয়ে ৬৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন র‍্যানকিন।এই জয়ে বাংলাদেশকে পেছনে ফেলে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠে এলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাংলাদেশের পয়েন্ট ৬। মাশরাফি বিন মুর্তজাদের বিপক্ষে পরিত্যক্ত ম্যাচ থেকে দুই পয়েন্ট পাওয়া আয়ারল্যান্ড আছে তলানিতেই।আগামী সোমবার বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে আয়ারল্যান্ড।

বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য আইপিএল আদর্শ প্রতিযোগিতা রোহিত শর্মা

হায়দরাবাদ: বিশ্বকাপের আগে ক্রিকেটারদের ওয়ার্কলোড নিয়ে যতই আলোচনা হোক না কেন, আইপিএল-কে প্রস্তুতির জন্য আদর্শ প্রতিযোগিতা বলেই মনে করছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক রোহিত শর্মা।আইপিএল ফাইনালের আগের দিন রোহিত এ বিষয়ে বলেছেন, 'প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগে আমরা ঠিক করেছিলাম, খেলা যত এগোবে হার্দিক পাণ্ড্য ও জসপ্রীত বুমরাহর ফিটনেস খতিয়ে দেখব। এটা অবশ্য ব্যক্তিগত বিষয়। জসপ্রীত এমন একজন ক্রিকেটার যে ছন্দে থাকার জন্য খেলার মধ্যে থাকতে চায়। জসপ্রীত এমন একজন ক্রিকেটার যে ছন্দে থাকার জন্য খেলার মধ্যে থাকতে চায়। আমরা ওকে বলেছিলাম, যখনই চাইবে

বিশ্রাম নিতে পারে। আমাদের ফিজিওরা সবসময় ওকে পরীক্ষা করেছে। জসপ্রীতও সাড়া দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত হার্দিক ও জসপ্রীতের কোনও সমস্যা হয়নি। ওরা খেলতে চায়।'রোহিত আরও বলেছেন, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, হার্দিক ও জসপ্রীত ভাল ফর্মে আছে। আইপিএল খেলে যারা বড় প্রতিযোগিতায় খেলতে যায়, তারা খেলার মধ্যে থাকে। আইপিএল-এর আগে চোট পেয়েছিল হার্দিক। ও চোটের জন্য ভারতের হয়ে কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পারেনি। ফর্মে ফেরার জন্য আইপিএল দারুণ প্রতিযোগিতা। হার্দিকই এর উদাহরণ।'

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাটলারের ব্যাটে ঝড় ৫০ বলে সেঞ্চুরি

সাউদাম্পটন: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলতি একদিনের সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে বিধ্বংসী ব্যাটিং ইংল্যান্ডের জোস বাটলারের। তাঁর ৫০ বলে সেঞ্চুরি ইনিংসে ভর করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৭৩ রান বিশাল স্কোর খাড়া করল ইংল্যান্ড।বাটলারের অপরাজিত ১১০ রানের ইনিংসে ছিল নয়টি ছয়, চারটি চার। হাসান আলিকে স্ট্রেট ড্রাইভে ওভার বাউন্ডারি মেরে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে যান বাটলার। ব্যাট হাতে বাটলারের দাপট এতটাই ছিল যে, তাঁর ইনিংসের দ্বিতীয় ৫০ রান আসে মাত্র ১৮ বলে।হাসানের বলে" ইনসাইড আউট" ছক্কা ছিল ইনিংসে তাঁর সেরা শট। আর শাহিন আফ্রিদির বলে যে পুট শটে বল বাউন্ডারির বাইরে তিনি পাঠিয়েছেন, সেটিও কম আকর্ষণীয় নয়।দলের অধিনায়ক ইওন মর্গ্যান (অপরাজিত ৭১)-এর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ১৬১ রান যোগ করেন বাটলার।বিশ্বকাপের আগে বাটলারের এই ইনিংস স্বাভাবিকভাবেই আত্মবিশ্বাস যোগাবে আয়োজক দলকে। সেই সঙ্গে একদিনের ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের দাপটের ছবিটিও ফুটে উঠল।২০১৫-র বিশ্বকাপটা আদৌ ভালো যায়নি ইংল্যান্ডের। প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছিল তারা। তারপর থেকে প্রচুর উন্নতি হয়েছে দলে। বিশ্বকাপের পর এখনও পর্যন্ত ৩৫ ম্যাচে ৩০০-র বেশি রান করল তারা। ২০১৫-র বিশ্বকাপের আগে তারা সবমিলিয়ে ৩৪ বার ৩০০ বা তার বেশি রান করে।মহম্মদ আমির ছাড়া পাক বোলিংকে খুবই সাদামাটা লেগেছে। হাসান তাঁর ১০ ওভারে ৮১ এবং আফ্রিদি ৮০ রান দিয়েছেন।বাটলার-ঝড়ের আগে জেসন রয় (৮৭) এবং জনি বেয়ারস্টো (৫১) দলের ইনিংসের ভিত গড়ে দেন। টসে জিতে ব্যাটিং নেয় ইংল্যান্ড। ওপেনিং জুটিতে ১১৫ রান যোগ হয়।

নিজের সাম্রাজ্যেই অবাক হার নাদালের, ফাইনালে সিতসিপাস

ক্লে কোর্টের অবিসংবাদী সম্রাট রাফায়েল নাদাল। অথচ মাদ্রিদ ওপেনে নিজের প্রিয় ক্লে কোর্টেই অবাক হার রাফার। তরুণ স্তেফানোস সিতসিপাসের কাছে ৬-৪, ২-৬, ৬-৩ ব্যবধানে হেরে গেলেন তিনি। ফলে সেমিফাইনাল থেকেই ছিটকে গেলেন নাদাল।এর আগে ক্লে কোর্টে তিনবার নাদালের মুখোমুখি হয়েছিলেন সিতসিপাস। কিন্তু কোনওবারই জিততে পারেননি। কিন্তু এদিন যেন অন্য মেজাজে ছিলেন বছর কুড়ির এই উঠতি তারকা। প্রায় আড়াই ঘণ্টার দুরন্ত লড়াইয়ে রেকর্ড এগারো বারের ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়নকে হারান তিনি। এছাড়া বার্সেলোনা ওপেন ও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও নাদালের কাছেই হেরেছিলেন সিতসিপাস।এদিন প্রথম সেটে অবাক হারের পর দ্বিতীয় সেটে দুরন্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়ান রাফা।

দ্বিতীয় সেটে তাঁর ভয়ঙ্কর সার্ভ ও নিখুঁত রিটার্ন সামলাতে বারবার বেকায়দায় পড়েছেন সিতসিপাস। দ্বিতীয় সেট জিতে ম্যাচে সমতা ফেরানোর পর সকলেই ভেবেছিলেন হয়তো তৃতীয় সেটেও প্রতিপক্ষের ওপর বুল্ডোজার চালাবেন ক্লে কোর্টের সম্রাট। কিন্তু কোথায় কি! শেষ সেটেও দুরন্ত কামব্যাক করলেন তরুণ স্তেফানোস। ফলে দাঁড়াতেই পারলেন না নাদাল।বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়কে হারিয়ে উচ্ছ্বসিত সিতসিপাস।"এটা অবিশ্বাস্য। আমার খেলা নিয়ে আমি খুব খুশি।

রাফা যে ধরণের খেলোয়াড় তাতে যে কটা সুযোগ ওর বিরুদ্ধে পেয়েছি, সে কটাই কাজে লাগিয়েছি", বলেন তিনি।এদিনের জয়ের ফলে মাদ্রিদ ওপেনের ফাইনালে উঠলেন তিনি। ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর নোভাক জকোভিচের মুখোমুখি হবেন সিতসিপাস।

নেইমারকে অধিনায়কের উপযুক্ত ভাবছেন না পিএসজি কোচ

ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড নেইমারকে দলের ভবিষ্যৎ অধিনায়ক হিসেবে বিবেচনা করছেন না পিএসজির কোচ টমাস টুখেল। বর্তমান দুই অধিনায়ক চিয়াগো সিলভা ও মার্কিনিয়োসের ওপর আস্থা রাখছেন জার্মান এই কোচ।নেইমারের নৈপুণ্যে শনিবার অঁজির বিপক্ষে লিগ ওয়ানে ২-১ গোলে জিতে আগেই শিরোপা শিরোপা নিশ্চিত করা পিএসজি। নিজে একটি গোল করার পাশাপাশি আনহেল দি মারিয়ার গোলে অবদান রাখেন ২৭ বছর বয়সী নেইমার।চলতি মৌসুমে ক্লাবের হয়ে এটাই শেষ ম্যাচ নেইমারের। রেনের বিপক্ষে ফরাসি কাপের ফাইনালে সমর্থকের সঙ্গে বাজে আচরণ করায় সময়ের অন্যতম সেরা এই

ফুটবলারকে তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছে ও দুই ম্যাচের স্থগিত নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ)। মৌসুমে পিএসজির শেষ দুই লিগ ম্যাচে স্তাদ দে রাঁস ও দিজোঁর বিপক্ষে খেলতে পারবেন না তিনি।অঁজির বিপক্ষে ম্যাচের পর ভবিষ্যতে নেইমারকে অধিনায়ক হিসেবে বিবেচনা করবেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন টুখেল।"না, আমাদের দুইজন অধিনায়ক (চিয়াগো সিলভা ও মার্কিনিয়োস) আছে। আমরা সেটা বদলাব না। আমার মতে, একজন অধিনায়ক হওয়ার মতো বৈশিষ্ট্য নেইমারের নেই।""তার সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে কৌশলগত দিক থেকে সে দলের একজন নেতা। কিন্তু সে আর্ম-ব্যান্ড পরা অধিনায়ক নয়। তার অধিনায়কের আর্ম-ব্যান্ড পরাটা জরুরি না। আর আমি বুঝতে পারছি না কেন সবাই হঠাৎ এ নিয়ে কথা বলছে।'

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

লিবিয়া থেকে ইতালি যাওয়ার পথে তিউনিষিয়ার উপকূলে ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে অন্তত ৩৭ বাংলাদেশির মৃত্যু

মনির হোযেন,ঢাকা,মে ১২।। লিবিয়া থেকে ইতালি যাওয়ার পথে তিউনিষিয়ার উপকূলে ভূমধ্যষাগরে গত বৃহস্পতিবার রাতে (৯ মে) অভিবাষীবাহী একটি নৌকা ডুবে অন্তত ৩৭ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ত্রিপলির বাংলাদেশ দূতাবাষ। লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাষের শ্রম কাউন্সিলর আ ষ ম আশরাফুল ইসলাম আজ বলেছেন, আমরা তিউনিষীয় রেড ক্রিযেন্টের ষঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছি যে, ইউরোপগামী নৌকাটিতে অন্যান্যদের ষঙ্গে ৫১ বাংলাদেশি নাগরিক ছিলেন। নৌকাডুবি থেকে বেঁচে ফেরাদের মধ্যে পাঁচজন অষুস্থ এবং তাদেরকে তিউনিসিয়ায় চিকিৎষা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া জীবিত উদ্ধার বাকিরা রেড ক্রিষেন্ট এবং তিউনিসিয়ায় শরণার্থীদের নিয়ে কাজ করা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার হেফাজতে রয়েছেন বলেও জানান তিনি। আশরাফুল আরও জানান, দুর্ঘটনার বিষয়ে তদন্তের জন্য তিনি ত্রিপলি থেকে তিউনিসিয়া যাবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। বার্তা যংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নৌকাডুবিতে বেঁচে যাওয়া লোকজন রেড ক্রিসেন্টকে জানিয়েছেন যে লিবিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূল জুওয়ারা থেকে ৭৫ জন আরোহী নিয়ে যাত্রা করা একটি ছোট নৌকা তিউনিসিয়ার উপকূলে এযে প্রবল ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে ডুবে যায়।

ঘটনাস্থল তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিষের দক্ষিণের উপকূল সাফেক্স থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় জেলেরা নৌকার আরোহীদের মধ্য থেকে মাত্র ১৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করে জার্জিসে নিয়ে আষতে ষক্ষম হয়েছেন বলে জানায় রেড ক্রিসেন্ট। চলতি বছর এটিই অভিবাসনপ্রত্যাশী বহনকারী কোনো নৌকাডুবির সবচেয়ে বড় ঘটনা বলে উল্লেখ করেছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন ষংস্থা (আইওএম)। জীবিতদের দেওয়া তথ্য মতে, নৌকাটিতে কেবল পুরুষ আরোহী ছিলেন। এদের মধ্যে ৫১ বাংলাদেশি, ৩ মিশরীয় এবং বেশ কয়েকজন ছিলেন মরক্কো, কানাডা ও আফ্রিকান নাগরিক। রেড ক্রিসেন্ট বলছে, জীবিতদের মধ্যে এক শিশুষহ ১৪ বাংলাদেশি রয়েছেন।

রবিবার রাম ঠাকুর আশ্রমে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

ষষ্ঠ দফার ভোটপর্ব- ভোট দিলেন বিদেশমন্ত্রী থেকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, প্রথমবারের ভোটার থেকে প্রবীণতম নাগরিক

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি. স.) : রবিবার গোটা দেশজুড়ে সপ্তদশ সাধারণ নির্বাচনের ষষ্ঠ দফায় সাতটি রাজ্যের ৫৯টি আসনে ভোটগ্রহণ পর্ব চলছে। ষষ্ঠ দফায় যে সমস্ত রাজ্যগুলিতে ভোটগ্রহণ চলছে, সেই রাজ্যগুলি হল-বিহার, দিল্লি, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। সকাল সকাল নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন মধ্যপ্রদেশের ভোপাল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, অন্যদিকে, এই কেন্দ্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী এখনও পর্যন্ত ভোট দিতে আসেননি। এদিন ভোট দিয়েছেন নীতি আয়োগের সিইও অমিতাভ কান্ট এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা। বিকেল তিনটে পর্যন্ত সাতটি রাজ্যে ভোট পড়েছে ৪৬.৫২ শতাংশ।পশ্চিমবঙ্গে কিছু বিক্ষিপ্ত অশান্তি ছাড়া এখনও পর্যন্ত দেশজুড়ে শান্তিপূর্ণভাবে চলছে ষষ্ঠ দফার ভোটপর্ব। দেশজুড়ে ৫৯টি আসনের ভোট কেন্দ্রগুলির বাইরে চোখে পড়ছে ভোটারদের লম্বা লাইন। এদিন ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ থেকে রীতা কুমারি নামে এক প্রথমবারের ভোটার ভোট দিয়েছেন। ভোট দিয়েছেন দিল্লির প্রবীণতম ভোটার বচন সিং। ১১১ বছর বয়সী এই প্রবীণ নাগরিক এদিন সন্ত গড়ের একটি ভোটকেন্দ্র থেকে ভোট দেন। এদিন নিজামুদ্দিন পূর্বের একটি কেন্দ্র থেকে ভোট দিয়েছেন উত্তর-পূর্ব দিল্লির কংগ্রেস প্রার্থী শীলা দীক্ষিত। উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে একটি পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন মন্ত্রী সিদ্ধার্থ নাথ সিং, পূর্ব দিল্লি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পান্ডব নগরের একটি ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া, কারনালের একটি বুথে ভোট দিয়েছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। যমুনা বিহারে পোলিং বুথ নং ৬০-এ ভোট দিয়েছেন দিল্লি বিজেপির প্রধান ও উত্তর-পূর্ব দিল্লি কেন্দ্রে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেত্রী শীলা দীক্ষিত এবং আপ প্রার্থী দিলীপ পাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী মনোজ তিওয়ারি, দিল্লির জংপুরায় কমলা নেহরু সর্বোদয়া বিদ্যালয়ে পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন পূর্ব দিল্লি কেন্দ্রে বিজেপির তারকা প্রার্থী গৌতম গম্ভীর এবং কংগ্রেস প্রার্থী অরবিন্দর সিং লাভলি-র প্রতিদ্বন্দ্বী আপ প্রার্থী অতিশী, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল সিভিল লাইনসের একটি বুথে ভোট দিয়েছেন, ঔরঙ্গজেব লেনে এনপি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের রক্ত পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। এছাড়াও এদিন ভোট দিলেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার কপিল দেব, ইউপিএ চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা ও রবার্ট বঢরা, ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, সিপিআই(এম) নেতা প্রকাশ কারাট প্রমুখ।

প্রয়াত অগপ নেত্রী উপাসনা গগৈ, শোক

গোলাঘাট (অসম), ১২ মে (হি.স.) : অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর শীর্ষ নেত্রী, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য এবং অগপ মহিলা পরিষদের উপ-সভানেত্রী উপাসনা গগৈয়ের দেহাবসান ঘটেছে। গত দুদিন আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে স্থানীয় শহিদ কুশল কোঁওর অসামরিক হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে শনিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অগপ-র শীর্ষ নেত্রী উপাসনা।খুমটাইয়ের প্রাক্তন অগপ বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত প্রবীণ গগৈয়ের পত্নী ছিলেন উপাসনা গগৈ। তিনি ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে খুমটাই বিধানসভা আসনে অগপ-র টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। দলের প্রথমসারির এক নেত্রীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন অগপ সভাপতি অতুল বরা, কার্যনির্বাহী সভাপতি কেশব মহন্ত প্রমুখ প্রায় সব নেতা। এছাড়া সর্বজনপ্রিয় নেত্রীর মৃত্যুতে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের তরফ থেকেও গভীর শোক ব্যক্ত করার পাশাপাশি বহুজন প্রয়াতাকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। খুমটাইয়ের বর্তমান বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকিয়া অগপ নেত্রী উপাসনা গগৈয়ের মরদেহে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। বিধায়ক শইকিয়া বলেছেন, কেবল রাজনীতি নয়, জেলার বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন উপাসনা গগৈ। তিনি সর্বস্তরের মানুষের প্রিয়ভাজন ছিলেন।

শাসক দলের জুলুমবাজি, তাঁকে আটক করার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া ভিএইচপি নেতা শচীন্দ্রনাথ সিনহার

কাঁথি, ১২ মে (হি.স.) : তাঁকে আটক করার ঘটনায় শাসক দলের জুলুমকেই দায়ী করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)-র পূর্বাঞ্চলীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) নেতা শচীন্দ্রনাথ সিনহা উ শনিবার রাতে আচমকাই কাঁথি থানার পুলিশ শচীন্দ্রনাথ সিনহাকে আটক করে নিয়ে যায় । যদিও রবিবার সকালে ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে উ এর পর ভোটও দেন তিনি উ তবে সমগ্র ঘটনায় ক্ষিপ্ত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উশনিবার গভীর রাতে শচীন্দ্রনাথ সিনহাকে আটক করে কাঁথি থানার পুলিশ । বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)-র পূর্বাঞ্চলীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) তিনি । জানা যায়, শনিবার গভীর রাতে আচমকাই তার বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ উ সেই সময় নিজের ঘরেই ঘুমোচ্ছিলেন তিনি উ এরপরে কোনও কারণ না দেখিয়েই সারা রাত তাকে থানায় আটক করে রাখে পুলিশ উ যদিও রবিবার ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে উএদিন শচীন্দ্রনাথ বলেন, কোনও কারণ না দেখিয়েই শনিবার রাতে আটক করা হয়েছিল তাঁকে উ থানায় নিয়ে গিয়ে সারা রাত ধরে চলেছিল অকারণ জিজ্ঞাসাবাদ উ এরপর রবিবার সকাল ৮ টায় ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে উ কিন্তু তখনও তাঁকে আটক করার সঠিক কারণ জানানো হয়নি উ এদিন সকালে থানা থেকে ছাড়া পেয়ে ভোট দেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই শীর্ষনেতা উ এদিন তিনি কাঁথির মোবারকপুর হাইস্কুলে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন উ এই ঘটনাকে শাসক দলের জুলুম বলেই উল্লেখ করেন শচীনবাবু উ তাঁর কথায়, সমগ্র রাজ্য জুড়ে শাসক দল তাঁর গায়ের জোরে জুলুম চালাচ্ছে উ তাঁকেও এক প্রকার গায়ের জোরে জুলুমবাজি করে আটক করা হয়েছিল উ আর তার জন্যই এর সঠিক কারণ দেখাতে পারেনি পুলিশ উ

এদিকে শচীনবাবুকে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে এই খবর চাউর হতেই সংগঠনের মধ্যে তীব্র আলোড়ন পরে যায় উ এদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফ থেকে পুলিশের এই আচরণের তীব্র নিন্দা করা হয় । এদিন সংগঠনের এক সদস্য বলেন, "শচীন্দ্রনাথ সিনহা কাঁথির বাসিন্দা । তিনি কোনও বহিরাগত নন । তাহলে কেন তাঁকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ তা স্পষ্ট নয় ।" সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, পুলিশ স্পষ্ট করুক কেন শচীন্দ্রনাথ সিনহাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ? তা না হলে আন্দোলনে নামবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ।

ঘরে পড়ে গিয়ে ঘায়েল প্রাক্তন সাংসদ চরণ নার্জারি, ভরতি হাসপাতালে

কোকরাঝাড় (অসম), ১২ মে (হি.স.) : নিজের বাড়িতে পড়ে ঘয়েল কোকরাঝাড়ের প্রাক্তন সাংসদ বছর ৮৬-এর চরণ নর্জারিকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। ঘরের মেঝেতে পড়ে তাঁর পা জখম হয়েছ বলে জানা গেছে। ডাক্তার বলেছেন, চরণবাবুর একটি পা ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে। ১৯৭৭ সালে নির্দল প্রার্থী হিসেবে চরণ নার্জারি কোকরাঝাড় থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যে গুন্ডাতন্ত্র কায়েম করেছে শাসকদল কমিশনে অভিযোগ মুক্তার আব্বাসের

কলকাতা, ১২ মে (হি.স) : "রাজ্যে গুন্ডাতন্ত্র কায়েম করেছে শাসক দল উ তারা প্রতিটি বুথে সেই গুন্ডাগিরি চালাচ্ছে। এদের সাথ দিচ্ছে কিছু পুলিশ আধিকারিকরা।" রবিবার শাসক দলের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ করেন বিজেপির অন্যতম নেতা মুক্তার আব্বাস নকভি। এদিন কলকাতায় এসে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রথমে এই অভিযোগ করেন তিনি, এরপর কমিশনে গিয়ে লিখিত ভাবে এই অভিযোগ জমা করা হয় রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে উএদিন রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে একটি চার সদস্যের দল অভিযোগ জানাতে যান কমিশনে উ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাহুল সিনহা ও শিশির কুমার বাজরিয়া সহ মুক্তার আব্বাস নকভি উএদিন নির্বাচন কমিশনের অফিসে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলেন মুক্তার আব্বাস নকভি উ এরপর বৈঠক সেরে বাইরে এসে তিনি বলন, "রাজ্যে গুন্ডাতন্ত্র কায়েম করেছে শাসক দল উ তারা প্রতিটি বুথে সেই গুন্ডাগিরি চালাচ্ছে । তারই দৃষ্টান্ত উদাহরণ ভারতী ঘোষের ওপর হামলা উ এই ঘটনা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য বিজেপির পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় নির্বাচন কমিশনের কাছে। অন্যদিকে, এদিন ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরে দুষ্কৃতিদের হামলায় বিজেপি নেতা খুন হওয়ার ঘটনাকেও তুলে ধরেন নকভি। এদিন এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত আছে তাদের চিনিত করে, কঠোর শাস্তি দেওয়ার আবেদন জানানো হয় নির্বাচন কমিশনের কাছে। এছাড়াও এদিন কিছু জায়গায় শাসক দলের বিরুদ্ধে ভোট চুরিরও অভিযোগ জানায় বিজেপি। তাদের অভিযোগ, যে জায়গায় ভোট লুট করা হয়েছে, কিছু সরকারী আধিকারিকদের সহযোগিতায়ই তা সম্পন্ন হয়েছে উ সেই সমস্ত আধিকারিকদের নাম এদিন নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেয় বিজেপি। ওই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এদিন কঠোর শাস্তির আবেদন জানানো হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। এছাড়াও এদিন মুক্তার আব্বাস জানান, ওই সমস্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সোমবার দিল্লিতেও নালিশ জানানো হবে উ যে জমস্ত জায়গায় ভোট লুট হয়েছে, সেখানে পুনঃনির্বাচনের দাবি জানানো হওয়েছেও বলেও এদিন জানান তিনি।

কমিশনে সিইও'র বিরুদ্ধে শাসকদলের হয়ে পক্ষপাতের অভিযোগ রবীন দেবের

কলকাতা, ১২ মে (হি.স) : "শাসক দলের হয়ে ভোট করলো সিইও উ ইলেকশন মেশিনারি পক্ষপাত দুষ্ট উ পঞ্চায়েত ও পৌরসভার ভোটের মতো নির্লজ্জভাবে ভোট লুট করা হল ষষ্ঠ দফাতেও উ" রবিবার ষষ্ঠ দফার ভোট পর্বে এমনটাই অভিযোগ আনলেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রবীন দেব উ এদিন নির্বাচন কমিশনের অফিসে গিয়ে, এপ্রসঙ্গে লিখিত অভিযোগ জানান তিনি উএদিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে এসে এই অভিযোগ নিয়ে বৈঠক করেন তিনি উ সেখান থেকে বেরিয়ে রবীন দেব বলেন, "নন্দীগ্রামে ভোট লুট হয়েছে। বাম প্রার্থী সেখানে গেলেই পুলিশ তৎপর হচ্ছে। তারপরই নিরাপত্তা শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও শুভেন্দু অধিকারী নিজে ১৫১ ও ১৫২ নম্বর বুথে ঢুকে গেছেন। নিজের দলের পোলিং এজেন্ট সহ সবাইকে বের করে দিয়ে নিজের দু"জনকে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তৃণমূলের হয়ে কাজ করতে বলেন।" এমনকি ১৪৫ ও ১৪৬ নম্বর বুথে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয় বলেও এদিন অভিযোগ জানান তিনি। এমনকি খোদ মন্ত্রীরা ছাপ্পার ব্যবস্থা করছে বলেও এদিন অভিযোগ করেন রবীনবাবু।

এদিন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে রবীনবাবু বলেন, ডিএম, এসপি-র কাছে অভিযোগ করেও কোনও কাজ হয়নি উ এমনকি কমিশনের কাছে বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। রবীনবাবুর কথায়, "নির্বাচন কমিশন ষষ্ঠ দফায় তমলুক লোকসভা কেন্দ্র ও বাঁকুড়ার বেশ কয়েকটি বুথে মানি ও

ছয়ের পাতায় দেখুন

কাঁথি কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থীর হলদিয়ার বাড়িতে হামলা

কাঁথি, ১২ মে (হি.স.): ভোটের আগের রাতে পূর্বে মেদিনীপুরের কাঁথি কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী পরিতোষ পট্টনায়কের হলদিয়ার বাড়িতে হামলা উ রবিবার সকালে জানা গেছে তাঁর বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুরের পাশাপাশি নগদ টাকা ও গহনা লুঠপাটের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পিছনে শাসক দলের হাত দেখছেন পরিতোষ পট্টনায়ক উশনিবার গভীর রাতে লুটপাট চলল পূর্বে মেদিনীপুরের কাঁথি কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী পরিতোষ পট্টনায়কের হলদিয়ার বাড়িতে উ আভিযোগ একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে ঢুকে ঘরের আসবাবপত্র, দরজা-জানালা এবং আলমারিতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বঞ্চনাকে চাপা রেখে প্রথম ভোট দিয়ে আনন্দে আপ্লুত সোঁনাইচণ্ডীপুর

দুর্গাপুর, ১২ মে(হি.স.): গোটা গ্রামে অনুন্নয়নের ছাপ। গ্রামে ঢোকার রাস্তাটুকুও নেই। না পেয়েছে জমির পাট্টা, না আছে স্কুল। এমনকি আলোকজ্জ্বল শহরের পাশে থেকেও জোটেনি বিদ্যুত। চরম বঞ্চনাকে চাপা রেখে ভোট দিয়ে আনন্দে আপ্লুত গোটা গ্রাম। রবিবার লোকসভার ষষ্ঠ দফা নিবাচনে এমনই ঘটনার সাক্ষী রইল দুর্গাপুর লাগোয়া সোঁনাই চন্ডীপুর।

দুর্গাপুর শিল্পশহর লাগোয়া দামোদরের নদীর তীরে সোঁনাইচন্ডীপুর। প্রায়ই ৪০ টি পরিবারের বসবাস। দামোদরের তীরে চাষবাসই জীবনজীবিকা। বিগত ৪০ বছর ধরে ওই এলাকায় বসবাস করলেও কোন নাগরিকত্ব পায়নি। ছিল না কোন ভোটার কার্ড। গ্রামে কোন উন্নয়নের ছিটেফোটা জোটেনি। না আছে রাস্তাঘাট। জবকার্ড থাকলেও একশ দিনের কাজ জোটে না। এমনকি বিদ্যুত পরিষেবাটুকুও গ্রামে পৌঁছায়নি। গোটা গ্রামে অন্ধকার ডুবে।

এককথায় চরম বঞ্চনার শিকার বলে দাবী গ্রামবাসীদের। তবে দীর্ঘদিনের গ্রামবাসীদের লড়াইয়ের পর সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলাপ্রশাসন সার্ভে করে। তাতে সোঁনাইচন্ডীপুরকে মেজিয়া ব্লকের বানজোড়া পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্তি করা হয়। তৈরী হয় নতুন ভোটারকার্ড। গ্রামের ৭৭ জন ভোটার। গ্রামের কমিউনিটি হলে হয়েছে বুথ। বাঁকুড়া লোকসভার (২৪৭নং) ৯৫ নং বুথ সোনাইচন্ডীপুর। সেখানে উৎসবের আনন্দে নিজেদের ভোটদান করলেন ভোটাররা। চোখে মুখে বঞ্চনার ছবি প্রতিফলিত হলেও ভোট দিয়ে আনন্দে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মাদকের মতো খাদ্যে ভেজাল মেশানোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অনুরোধ বাংলাদেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,মে ১২।। মাদকবিরোধী অভিযানের মতো খাদ্যে ভেজাল মেশানোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে হাইকোর্ট। রবিবার বিচারপতি শেখ হাষান আরিফ ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের ষমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ খাদ্যে ভেজাল দেয়া ষংক্রান্ত এক রিটের প্রাথমিক শুনানিতে এ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলেন, খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে শুধুমাত্র রমজান মাষেই অভিযান চালানো যথেষ্ট নয়। যারাবছরই খাদ্যে ভেজালের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা উচিৎ। খাদ্যপণ্যের ভেজাল নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের শুধুমাত্র নিজেদের কর্মকর্তা মনে না করে দেশ প্রেমিক নাগরিক ও জনগণের প্রতি ভালোবাষা থেকে দায়িত্ব পালন করা উচিৎ।

আদালত আরও বলে, যদিও এই জাতীয় বিষয়ে হাইকোটের নিয়মিত দেখা উচিৎ নয়। কারণ, এর জন্য যথাযথ প্রশাষনিক কর্তৃপক্ষ রয়েছে। কিন্তু এরকম জনস্বার্থ যংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাইকোর্ট চুপ থাকতেও পারে না। তাই ভেজাল রোধে যংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ষমন্বিত প্রচেষ্টা জরুরি। একইষঙ্গে হাইকোর্ট অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ষরকার ও ষরকারি দল এবং প্রধানমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি যেন এষব ভেজাল খাদ্যপণ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ষরকার মাদকের বিরুদ্ধে যেমন যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল তেমনি ভেজাল খাদ্যের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণার অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রয়োজনে খাদ্যে ভেজাল রোধে জরুরি অবস্থা ঘোষণারও অনুরোধ জানাচ্ছি। আদালত আরও বলেন, হাইকোর্ট ষরকার ও নির্বাহী বিভাগের কাজের অগ্রাধিকার কি হবে তা নির্ধারণ করে দিতে পারে না। কিন্তু খাদ্যে ভেজাল রোধের বিষয়টিকে এক নম্বরে অগ্রাধিকার দেয়ার অনুরোধ জানানো হলো। ভেজালের বিষয়ে আর কোন আপোষ কিংবা ছাড় দেয়া হবে না বলেও আদালত তার আদেশে হুশিয়ারি দিয়েছে। প্রষঙ্গত, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএষটিআই) পরীক্ষায় ভেজাল ও নিম্নমান প্রমাণিত হওয়া ৫২টি খাদ্যপণ্য অবিলম্বে বাজার থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। একই ষঙ্গে এষব খাদ্যপণ্য বিক্রি ও ষরবরাহে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার ষংরক্ষণ অধিদপ্তরকে এই আদেশ বাস্তবায়ন করে আগামী ১০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। গত ৯ মে কনশাষ কনজুমার যোষাইটির নির্বাহী পরিচালক পলাশ মাহমুদ বাদী হয়ে জনস্বার্থে রিটটি দায়ের করেন। আদালত আগামী ২৩ মে এ বিষয়ে পরবর্তী আদেশের দিন ধার্য রেখেছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।